

যতীন্দ্রজীবনচরিতম্

মিথিলাধিপসংস্থাপিতকাশীস্থপাঠশালাপ্রধানাধ্যাপকেন

পণ্ডিতবর শ্রীশিবকুমারশর্ম্মণা সংগৃহীতম্।

আগড়পাড়ানিবাসিনা

শ্রীযুক্ত অম্বিকাচরণবন্দ্যোপাধ্যায়েন

বঙ্গানুবাদেন সহ প্রকাশিতম্।

তৃতীয়ং সংস্করণম্।

কলিকাতারাজধান্যাম্

সংস্কৃতযন্ত্রে মুদ্রিতম্।

খৃষ্টাব্দ ১৮৯৯।

“সধনাঢ্যো বা বিধনাঢ্যো বা সকলত্রো বা বিকলত্রো বা।
সংসারেঽস্মিন্ যোজিতচিত্তঃ শোচতি শোচতি শোচত্যেব ॥

ভোগরতো বা যোগরতো বা সঙ্গরতো বা সঙ্গবিহীনঃ।
পরমে ব্রহ্মণি যোজিতচিত্তো নন্দতি নন্দতি নন্দত্যেব ॥”

ভূমিকা।



এই "যতীন্দ্র-জীবন-চরিত" মহাত্মা ভাস্করানন্দ স্বামীর জীবন-চরিত। ইহাতে জীবন-চরিত সম্বন্ধে অধিক থাকুক আর নাই থাকুক, পূর্ব্বে স্বামীজীর কোথায় নিবাস ছিল, তাঁহার নাম কি ছিল, অল্প বয়সেই তিনি কিরূপ বিদ্বান্ হইয়াছিলেন এবং কোন্ কোন্ তীর্থ পরিভ্রমণ করিয়াছেন, ইত্যাদি বিষয় বর্ণিত হইয়াছে ইহাতে সংক্ষেপে ষড়্দর্শনের মতও লিখিত হইয়াছে।

মোজঃফর্পুর নগরান্তর্গত নানপুরের জমীদার শ্রীযুক্ত বাবু মহাদেবপ্রসাদজী, মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত শিবকুমার শাস্ত্রী মহাশয়ের দ্বারা এই পুস্তক সংস্কৃত ও হিন্দী ভাষায় অনুবাদ করাইয়া প্রকাশ করেন। এক্ষণে, তাঁহার সম্মতিক্রমে, আগড়পাড়ানিবাসী, সজ্জনগণানুরাগী শ্রীযুক্ত বাবু অম্বিকাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়, নিজ ব্যয়ে, বঙ্গাক্ষরে ও বঙ্গ ভাষায়, এই গ্রন্থ খানি মুদ্রাঙ্কণ করাইয়া প্রকাশ করিলেন। তজ্জন্য তিনি সাধারণের নিকট ধন্যবাদের পাত্র। পরিশেষে ইহা বক্তব্য যে, এই গ্রন্থখানি পাঠ করিয়া যদি কেহ সন্তোষ লাভ করেন, তাহা হইলেই আমার শ্রম সফল হইল, জ্ঞান করিব।

এই কলিকালের খরতর স্রোতে প্রবহমান মানব-মণ্ডলীকে উদ্ধার করিবার জন্য বোধ হয় ভগবান্ কারুণ্যপরতন্ত্র হইয়া,

তীক্ষ্ণ বিবেকসম্পন্ন পুরুষ মহাত্মা ভাস্করানন্দ স্বামীকে সৃজন করিয়াছেন। যখন মনুষ্যগণ হা অর্থ! হা অর্থ! করিয়া ধর্ম্মপথে জলাঞ্জলি দিয়া পাপপঙ্কে লিপ্ত হইতে কিঞ্চিন্মাত্রও কুণ্ঠিত হইতেছে না, সেই সময়ে অর্থের অনর্থকত্ব সম্পাদন পুরঃসর জগতের নশ্বরত্ব প্রতিপাদন করিতে করিতে মহাত্মা ভাস্করানন্দ স্বামীর আবির্ভাব কি অপূর্ব্ব! একদিকে মহামোহের ঘোর তমসাচ্ছন্ন ব্যক্তিগণের উদ্বিগ্নতা, অপরদিকে প্রভাতকালীন সূর্য্যের ন্যায় মূর্ত্তিমান বিবেক দর্শকবৃন্দের চিত্তে শান্তি ও আনন্দ বিকাশ করিতেছেন। আহা! কি মনোহর দৃশ্য। ইত্যলম্।

৺ কাশীধাম।
সংবৎ ১৯৪৯। } শ্রীসুরেশ্বরনারায়ণদেবশর্ম্মণঃ।

তৃতীয় সংস্করণের বিজ্ঞাপন।

এলাহাবাদ নিবাসী মোজঃফরপুরের জমীদার শ্রীযুক্ত লালা রায় মহাদেবপ্রসাদ চৌধুরী যতীন্দ্রজীবনচরিত হিন্দি-অনুবাদ সহিত দেবনাগর অক্ষরে মুদ্রিত করিয়া প্রকাশিত করেন। বঙ্গদেশে জনসাধারণে মদীয় গুরুদেব শ্রীমদ্ভাস্করানন্দ স্বামীজীর অদ্ভুত ব্যাপার যাহাতে অবগত হইতে পারে এই অভিপ্রায়ে আমি উক্ত লালাজীর অনুমতি ক্রমে বারাণসী নিবাসী পণ্ডিত প্রবর প্রাড়্‌বিবাক শিরোমণি শ্রীযুক্ত সুরেশ্বর নারায়ণ দেব শর্ম্মা কর্তৃক উক্ত পুস্তক বঙ্গভাষায় অনুবাদ করাইয়া এক হাজার খণ্ড বঙ্গাক্ষরে মুদ্রিত করাইয়া সন ১২৯৯ সালে এক হাজার খণ্ড প্রকাশিত করি। ভক্তি সহকারে গুরুগ্রন্থ বিতরণ করিলাম অল্পদিনেই সমুদয় পুস্তক নিঃশেষিত হইল। শ্রীভাস্করানন্দ চরিত অবগত হইবার পিপাসা বর্দ্ধিত হওয়াতে আত্মীয় বন্ধুগণ আমাকে উক্ত গ্রন্থ পুনর্মুদ্রণ করিবার জন্য অনুরোধ ও আদেশ করিতে লাগিলেন আমি তাঁহাদিগের নির্ব্বন্ধাতিশয়ের বশীভূত হইয়া বিনা সংস্করণে সন ১৩০১ সালে দুই হাজার খণ্ড যতীন্দ্রজীবন-চরিত দ্বিতীয় বার মুদ্রিত ও প্রকাশিত করি, ঐ সমুদয় পুস্তক গুলিও বহুদিন হইল নিঃশেষিত হইয়াছে।

বারাণসীধামে উপস্থিত হইয়া সদাশয় বঙ্গবাসিগণ মদীয় গুরুদেবের চরণ দর্শন করিয়া যখন ভক্তিরসে আপ্লুত হন তখন

সহজতঃই তাঁহারা স্বামিজীর জীবন বৃত্তান্ত অবগত হইবার জন্য উৎসুক হইয়া থাকেন স্বামিজী তাঁহাদিগের অভিলাষ পূরণ করিবার অভিপ্রায়ে এক এক খানি যতীন্দ্রজীবন, চরিত পুস্তক তাঁহাদিগকে প্রদান করিয়া উহা পাঠ করিতে অনুমতি করেন।

যতীন্দ্রজীবনচরিত পুস্তক গুলি নিঃশেষিত হওয়াতে জিজ্ঞাসু ব্যক্তিগণেরর আকাঙ্ক্ষা নিরাকরণে গুরুদেবের কিঞ্চিৎ অসুবিধা হইতেছে ইহা আমি অবগত হইয়া এবং বঙ্গবাসিগণ শ্রীভাস্করানন্দের বিষয় যতই অবগত হইতেছেন আগ্রহাতিশয় পূর্ব্বক ততই তাঁহার বিষয় জানিতে উৎসুক হইতেছেন এইরূপ অনুভব করিয়া যতীন্দ্র-জীবন-চরিত পুনর্ব্বার মুদ্রিত ও প্রকাশিত করিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

যতীন্দ্র-জীবন-চরিতের তৃতীয় সংস্করণে মৎকৃত শ্রীভাস্করানন্দাষ্টক শীর্ষক একটী স্তোত্র সন্নিবেশিত হইয়াছে। স্বামিজীর শিষ্য মদীয় মাতুলপুত্র শ্রীমান কৃষ্ণধন মুখোপাধ্যায় এই পুস্তকের মূল ও অনুবাদের সংস্করণে বিশেষ যত্ন করিয়াছেন। পাঠকগণ এই পুস্তক পাঠে যদি কোন রূপ উপকার প্রাপ্ত হয়েন তাহা হইলেই শ্রম ও ব্যয় সার্থক বিবেচনা করিব উপসংহারে নিবেদন এই. যে যতীন্দ্র-জীবন-চরিত পুনর্মুদ্রণ করিবার বাসনা আছে যদি কোন ভক্ত, গুরুদেব শ্রীভাস্করানন্দ স্বামীসম্বন্ধে কোন নূতন বিষয় সন্নিবেশিত করিতে ইচ্ছা করেন অথবা মুদ্রিত পুস্তকের কোন

অংশ পরিবর্ত্তিত করা উচিত বিবেচনা করেন তাহা হইলে অনুগ্রহ পূর্ব্বক আমাকে পত্র দ্বারা জ্ঞাত করাইবেন।

শ্রীযুক্ত বাবু গোপালচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় ইংরাজী ভাষায় "যতীন্দ্রচরিতম্" রচনা করিয়াছেন। বিনা মূল্যে বিতরণ করিবার অভিপ্রায়ে আমি তাঁহার নিকট হইতে তৎকৃত পুস্তক গুলি খরিদ করিয়া লইয়াছি ভক্তজনে আমার নিকট আবেদন করিলেই পাইতে পারিবেন ইতি।

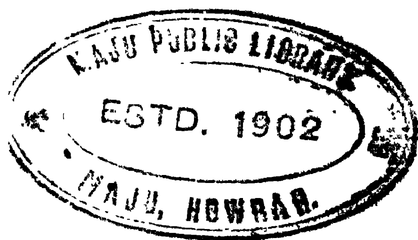
ভক্তজন দাসানুদাস
শ্রীঅম্বিকাচরণ দেবশর্ম্মা।
নং ১৬ নিয়োগীপুকুর ইষ্ট্ লেন।
তালতলারবাজার কলিকাতা।



শ্রীমৎ স্বামী ভাস্করানন্দ সরস্বতী, কাশীধাম।

[illegible]

THE INDIAN ART SCHOOL,



অথ

যতীন্দ্র-জীবন-চরিতম্

গণেশায় নমঃ।

যত্তদ্ব্রহ্মপুরা*ন্তরালদহরা†ভ্যন্তর্নিবিষ্টন্নভো-
যস্মিন্নোতমিদং নভঃপ্রভৃতি যদ্ভূমা শ্রুতৌ শ্রূয়তে।
অন্তর্নাড়ি নিযম্য মারুতগতিং যদ্যোগিভির্ধ্যায়তে
তেজস্তচ্ছিবয়োস্তনোতু জগতামুদ্বেলমানন্দথুম্॥ ১॥

অস্যার্থঃ।

যে তেজঃ, শরীরের অন্তর্গত হৃদয়কমলের মধ্যে আকাশ স্বরূপে অবস্থিতি করিতেছেন, এবং যাহাতে ভূতাকাশ বায়ু আদি লীন হইয়া আছে, বেদে যাঁহাকে ব্যাপক স্বরূপ বলিয়া থাকে, এবং যোগিগণ সুষুম্না নাড়ীতে প্রাণবায়ু রোধ করিয়া যাঁহাকে ধ্যান করিয়া থাকেন, সেই পার্ব্বতী ও শঙ্করের তেজঃ জগতে অনন্ত আনন্দ প্রদান করুন॥ ১॥

* ব্রহ্মপুর—জীবদেহ। † দহর—হৃৎপদ্ম।

লব্ধ্বা জন্ম জগৎসভাজিতকুলে ধৃত্বা ক্রমেণাশ্রমাং-
স্ত্রীন্মায়ামযমাকলয্য ভুবনং তুর্য্যাশ্রমে যঃ স্থিতঃ।
আবালস্থবিরঞ্চ যত্র জগতো ব্রহ্মাত্মতাধীর্দৃঢ়া
ব্যাপ্তুং কাঙ্ক্ষতি নূনমদ্য নিতরাং চেতস্তিরশ্চামপি॥ ২॥
যস্যেন্দ্রাদিসমস্তদেবপদবীসৌখ্যং ঘৃণাধায়কং
মিথ্যাস্নেহময়ান্ধকারপটলীবিধ্বংসভানুশ্চ যঃ।
যস্যালোকনমাত্রমেব বিপুলামুন্মূল্য পাপাবলীং
প্রত্যক্*তত্ত্ববিশুদ্ধবোধবিষয়ে শ্রদ্ধাবতাং কল্পতে॥ ৩॥

* প্রত্যক্—(প্রতি—অন্চ্—ক্বিপ্) প্রত্যগ্-ব্রহ্ম সর্ব্বানুগতং ব্রহ্ম অহম্ অস্মি ইতি বোধঃ।

অন্বয়ার্থঃ।

জগতপূজিত ব্রাহ্মণকুলে জন্মিয়া, যথাক্রমে ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য ও বানপ্রস্থ এই আশ্রম ত্রয়ের কর্ত্তব্যানুপালন করতঃ ভুবনের মায়াময়ত্ব উপলব্ধি করিয়া, যিনি এক্ষণে তুর্য্যাশ্রম অর্থাৎ সন্ন্যাস অবলম্বন করিয়াছেন, এবং যাঁহাকে দেখিলে বালক হইতে বৃদ্ধ পর্য্যন্ত সকলেরই অন্তরে, ইনি মূর্ত্তিমান ব্রহ্ম এইরূপ বোধ হয়, এবং সম্প্রতি কেবল মনুষ্য কেন পশুপক্ষীদিগের অন্তরেও যাঁহার দর্শনে ঐরূপ ভাবের আবির্ভাব হইতে দেখা যাইতেছে॥ ২॥ (ক)

ইন্দ্রাদি সমস্ত দেবপদবীর সুখেও যাঁহার ঘৃণা হয়, অনিত্য-সংসার-স্নেহরূপ অন্ধকার সমূহ নাশ করিতে যিনি সূর্য্যসদৃশ,

(ক) পাঁচটী শ্লোকে কুলক অর্থাৎ ৬ষ্ঠ শ্লোকে বাক্যসমাপ্তি হইয়াছে।

পুণ্যা যস্য কুটুম্বিনী মতিরিয়ং ধ্যানং পদ্মম্ভোজনং
ভোগশ্চাপি তদেব যস্য বিদিতং যৎপট্টবস্ত্রং দিশঃ।
ভূপালাবলিভাললগ্নমুকুটপ্রোজ্জ্বললামার্চ্চিষা
যন্নীরাজনমস্তি রাগরহিতং সাম্রাজ্যমাপ্তোঽস্য যঃ ॥ ৪ ॥
কামক্রোধবিমোহিতাঃ সুতধনস্ত্রীচিন্তনালোলুপাঃ
স্বপ্নেঽপীশ্বরনামগন্ধরহিতা ব্যগ্রাঃ পরগ্রাসিনঃ।
যৎসান্নিধ্যমুপেতমাত্রমনুজাঃ সৌখ্যেন সংবিভ্রতে
বিশ্বেশানপদারবিন্দযুগলধ্যানস্পৃহাবন্মনঃ ॥ ৫ ॥

অন্বয়ার্থঃ।

যাঁহার দর্শনে, শ্রদ্ধাবান্ ব্যক্তিগণের পাপাবলী বিনষ্ট হয় ও হৃদয়ে পরমাত্মার ব্যাপকভাব অনুভব করা যায় ॥ ৩ ॥

পুণ্যময়ী বুদ্ধিই যাঁহার স্ত্রীস্বরূপিণী হইয়াছে, এবং জগদীশ্বরের ধ্যানই যাঁহার ভোজন আদি সমস্ত ভোগস্বরূপ, দশ দিক্ই যাঁহার পরিধেয় পট্টবস্ত্র এবং রাজাগণের ললাটস্থিত মুকুটের রত্নকান্তি দ্বারা যাঁহার নীরাজন (অর্থাৎ আরতি) হইয়া থাকে, এইরূপে যিনি নিঃসঙ্গভাবে সাম্রাজ্য করিতেছেন ॥ ৪ ॥ (ক)

কামক্রোধবিমোহিত, স্ত্রী পুত্র ও অর্থচিন্তায় নিমগ্ন, পরস্বাপ-হরণে লোলুপ সর্ব্বদাই উদ্ভ্রান্তচিত্ত হইয়া স্বপ্নেও যাহারা ঈশ্বরের নাম গন্ধ করে না, এরূপ প্রকৃতির মনুষ্যগণের ও অন্তঃকরণ

(ক) এই শ্লোকে কবি উৎপ্রেক্ষালঙ্কারে বলিতেছেন যে সম্রাটের যে সকল ঐশ্বর্য্য থাকা উচিত তাহার সকলই স্বামিজীর বর্ত্তমান আছে। (সম্যক্ রাজতে ইতি সম্রাট্, তথা চ "শাস্তি যশ্চাজ্ঞয়ারাজ্ঞঃ স সম্রাট্")।

লীলামাত্রবিনির্ম্মিতামিতনবব্রহ্মাণ্ডমালোল্লস-
ল্লোকেশানমরাললাস্যবিধয়ে যন্মানসং মানসম্।
তস্যেদং চরিতং জনোপকৃতয়ে শ্রীভাস্করানন্দবিদ্-
যোগীন্দ্রস্য নিরূপ্যতে শ্রুতিমিতং যচ্চাপি সন্দৃশ্যতে ॥ ৬ ॥
কুলকম্।

ইদং ভুবনমঙ্গলন্দুরিতনাশনায়াপ্যলং
নৃণাং নিখিলসম্পদামপি নিধানভূতং পরম্।
শ্রুতং স্মৃতমথামৃতং হৃদি সমাদরাদ্ভাবিতং
চরিত্রমখিলক্ষমাবিদিতমস্তু সন্তুষ্টয়ে ॥ ৭ ॥

অন্বয়ার্থঃ।

যাঁহার সন্নিধানে সহজতঃই বিশ্বেশ্বরের চরণারবিন্দযুগল ধ্যান করিবার জন্য অভিমুখ হয় ॥ ৫ ॥

অনন্ত নব নব ব্রহ্মাণ্ডমালা যাঁহার লীলামাত্রে উৎপন্ন হইতেছে সেই সর্ব্বলোক-মহেশ্বর যে যতীন্দ্রের মানসে, মানস সরোবরে হংসের ন্যায় নিরন্তর বিরাজিত, সেই যোগীন্দ্র মহাত্মা ভাস্করানন্দের চরিত্র জনসাধারণের হিতকামনায় আমরা যথাশ্রুত ও যথাদৃষ্ট প্রকাশ করিতেছি ॥ ৬ ॥

এই ভুবনমঙ্গল ভাস্করচরিত শ্রবণ অথবা স্মরণ করিলে অশেষ দুষ্কৃত দূরীভূত হয়, নিখিল সম্পত্তির অধিপতির পক্ষে ইহা সর্ব্বোৎকৃষ্ট গুপ্তনিধি, এবং ভক্তিসহকারে যিনি এই ভাস্করচরিত বিচারপূর্ব্বক হৃদয়ে অনুশীলন করিবেন তাঁহার পক্ষে ইহা অমৃত-বিশেষ; অর্থাৎ ইহলোকে নির্ম্মল আনন্দ ও অন্তে মোক্ষপ্রাপ্তিও

রিরক্ষিষথ চেৎ সুখং মনসিজাদিতঃ স্তেনতঃ
সুদুর্গমভবাটবীমপি তরীতুমিচ্ছা যদি।
অবশ্যমিদমস্ত্রবন্নিবিড়বর্ম্মবচ্চাসকৃ-
দ্দৃঢ়ীকৃতমুপস্কৃতং মনসি সুজ্জনা নহ্যত॥ ৮॥

মন্ত্রগ্রামাশ্রয়াণাং সবিধিকৃতমখৈস্তোষ্যমানামরাণাং
বিদ্যাসৎকীর্ত্তিকান্ত্যা ধবলিতজগতাং ধর্ষিতেন্দুপ্রভাণাম্।
বাসস্থানং মুনীনাং স্মৃতিষু নিগদিতাচারবিশ্রামভূমিঃ
দেশো যঃ শ্লাঘনীয়ো জগতি বিজয়তে কান্যকুব্জাভিধানঃ॥৯॥

অন্বয়ার্থঃ।

হইবে এবম্ভূত এই ভাস্করচরিত সমগ্র পৃথিবীতে প্রকাশিত হইয়া সকল লোকের আনন্দ বর্দ্ধন করুক॥ ৭॥

হৃদ্গত কামক্রোধাদি মনুষ্যের প্রকৃত সুখ অপহরণ করে, হে সদাশয় মহোদয়গণ যদি এই কামাদি শত্রুর হস্ত হইতে আপনাদিগের প্রকৃত সুখ, রক্ষা করিবার ইচ্ছা থাকে, যদি সুদুর্গম সংসারকানন অতিক্রম করিবার বাসনা থাকে তাহা হইলে নিজ নিজ হৃদয়ে এই ভাস্করচরিত আদরপূর্ব্বক ধারণ করুন, কারণ দস্যুনিরাকরণে ইহা অস্ত্রতুল্য, এবং আত্মরক্ষণে ইহা ঘনসন্নিবিষ্ট সুদৃঢ় বর্ম্ম সদৃশ॥ ৮॥

যাঁহারা ঋক্ যজুঃ সাম অথর্ব্ব এই বেদচতুষ্টয়ের আধারভূত, এবং যাঁহারা বিধিপূর্ব্বক যজ্ঞানুষ্ঠান দ্বারা অমরগণের সন্তোষবিধান করেন, যাঁহাদিগের বিদ্যাও সৎকীর্ত্তির প্রভায় সমগ্র জগৎ ধবলিত ও চন্দ্র হীনপ্রভ হয়, ঈদৃশ মুনিদিগের আবাসভূমি,

তস্মিন্ কান্হপুরাখ্যপত্তনমহীভূষাভবদ্ভোগবন্-
মৈথেলালপুরেতি শব্দিতপুরং বিদ্যাচণং রাজতি।
মিশ্রস্তত্র ধরাসুরো হিমকরস্যাপ্তঃ কুলে সম্ভবং
মিশ্রীলাল ইতীরিতো জলধিজা-নাথাঙ্ঘ্রিপদ্মপ্রিয়ঃ ॥ ১০ ॥

তস্মাদজায়ত সুধীর্মতিরামনামা
জন্মান্তরীয়সুহৃদং বিরতিন্দধানঃ।
যঃ সাম্প্রতন্নৃপসহস্রকিরীটরত্ন-
চ্ছায়াসমীড়িতপদোঽস্তি দিগম্বরোঽপি ॥ ১১ ॥

অস্যার্থঃ।

এবং শাস্ত্রোক্ত আচার সকল যথায় সুচারুরূপ প্রতিপালিত হয় সেই শ্লাঘনীয় কান্যকুব্জ নামে দেশ, জগতে বিখ্যাত আছে ॥ ৯।

উক্ত কান্যকুব্জ দেশে কান্হপুর নামক জেলায় পৃথিবীর ভূষণ স্বরূপ, বিদ্যা চর্চ্চার জন্য বিখ্যাত, মৈথেলালপুর (ক) নামে সুপ্রসিদ্ধ গ্রাম আছে। ঐ গ্রামে হিমকরমিশ্রের বংশে(খ) নারায়ণ-চরণকমলপ্রিয় মিশ্রীলাল নামক ব্রাহ্মণ জন্মগ্রহণ করেন ॥ ১০ ॥

অতুল প্রতিভা সম্পন্ন মতিরাম মিশ্রীলালের পুত্র হইয়া জন্মিলেন (গ) পূর্ব্বজন্মের প্রিয়সুহৃদের ন্যায় বিষয়বৈরাগ্য

(ক) নানাসাহেবের আবাসস্থান বিঠূরগ্রাম হইতে প্রায় তিন ক্রোশ দূরে অবস্থিত। (খ) ইহাঁরা শাণ্ডিল্যগোত্রজ।

(গ) "Matiram was born at Maithilalpur on seventh day of the full moon in the month of Aswin in Sambat 1890, corresponding to 1833 of the Christian era."

গর্ভাষ্টমং বৎসরমাশ্রিতস্য
জাতং ব্রতাদেশবিধানমস্য।
অধ্যেতুমারব্ধ চ তৎপরস্তাৎ
দাক্ষীসুতব্যাকরণম্পুরস্তাৎ ॥ ১২ ॥

উদ্বাহো বিধিবদ্বভূব বিদুষস্তস্যাস্য সংবৎসরে
প্রাপ্তে দ্বাদশকেহথ সপ্তদশকে বর্ষে মুনেঃ পাণিনেঃ।
শাস্ত্রম্বার্ত্তিকশেষভাষ্যসহিতং সম্যক্ সমাপ্যাখিলং
বিদ্যাকীর্ত্তিভৃতাং সদঃসু গণিতো জাতো মহোদারধীঃ ॥ ১৩॥

অস্যার্থঃ।

সহজতই ইহাঁর অনুগত হইল। অধুনা ইনি দিগম্বর বটে কিন্তু সহস্র সহস্র রাজরাজেশ্বরের শিরোমুকুটের রত্নকান্তিদ্বারা ইহাঁর চরণকমল বিরাজিত হইয়া থাকে ॥ ১১ ॥

এই মহাত্মার গর্ভাষ্টমে (অর্থাৎ গর্ভ হইতে অষ্টমবর্ষে) বিধিবৎ ব্রতাদেশ (উপনয়ন) হয়। তদনন্তর ইনি পাণিনীয় ব্যাকরণ অধ্যয়ন করিতে আরম্ভ করেন ॥ ১২ ॥

দ্বাদশবর্ষ বয়ঃক্রম সময়ে এই মহাত্মা দারপরিগ্রহ করেন এবং সপ্তদশবর্ষ বয়সে ইনি কাত্যায়নের বার্ত্তিক এবং শেষপ্রণীত মহাভাষ্য (যাহাকে ফণিভাষ্য বলে) ও সমগ্র পাণিনীয় ব্যাকরণ সম্যক্‌রূপে সমাপ্ত করিয়া, উদারবুদ্ধি যশস্বী পণ্ডিত-মণ্ডলীর মধ্যে গণনীয় হইয়াছিলেন ॥ ১৩ ॥

অষ্টাদশে চাস্য বভূব সূনুর্বর্ষে দ্বিতীয়াশ্রমধারণস্য।
ফলং বিলোক্যায়মিমন্তদানীং গৃহাদ্বিনির্গন্তুমনা বভূব ॥১৪॥

বৈরাগ্যে হি সতি প্রবোধমহিতে পুত্রোদ্ভবাদ্যুৎসবা-
স্তে তে নৈব বিমোহয়ন্তি কৃতিনং সচ্চিৎপ্রমোদাত্মকম্‌।
সাবিত্রাংশুমিলন্নবারুণরুচিব্যাসঙ্গজাগ্রজ্জগৎ-
তামিস্রস্য মহান্ত্যহো বিলসিতান্যারুন্ধতে বা কিমু ॥ ১৫ ॥

প্রতিদিনমুপচীয়মানশোভা-
স্সুতধনযৌবনজাগ্যনেকভাবম্‌।
নরকপতনহেতুমেব সর্ব্বং
সমকলয়ৎ স সমিদ্ধবোধরূপঃ ॥ ১৬ ॥

অন্বয়ার্থঃ।

অষ্টাদশ বর্ষ বয়সে ইহাঁর পুত্র হয়, এবং গৃহস্থ আশ্রম ধারণের ফল পুত্রমুখ অবলোকন করা হইল বলিয়া সেই সময় হইতেই গৃহ পরিত্যাগ করিবার জন্য উৎসুক হইলেন ॥ ১৪ ॥

জ্ঞানসহকারে বৈরাগ্যোদয় হইলে পুত্রোৎসবাদি জন্য উৎসব, (পুত্রের জন্ম, পুত্রের বিবাহ, পৌত্রমুখাবলোকন ইত্যাদি সাংসারিক উৎসব,) সচ্চিদানন্দ স্বরূপ বিদ্বান্‌ পুরুষকে মোহিত করিতে পারে না। সূর্য্যাংশুমিলিত নূতন অরুণকিরণ যখন জগৎকে মণ্ডিত করে তখন, যত কেন নিবিড় হউক না, অন্ধকার কি তাহাকে আবরণ করিয়া রাখিতে পারে? ॥ ১৫ ॥

তাঁহার নবকুমার, ধন ও যৌবনশোভা দিন দিন উপচিত ও

জগতি ভবতি বৃত্তিঃ কীদৃশী বার্দ্ধকেঽপি
জ্বলিততরুণভাবেঽপ্যস্য কীদৃক্ বভূব।
অবহিতমনসেদং ভাব্যতে চেদ্বুধানাং
স্ফুরতি প্রথমজন্মোদ্ভূতপুণ্যং নিদানম্ ॥ ১৭ ॥
ইহ কলয়তি কো ন কামিনীনাং
কুটিলকটাক্ষনিপাতমাপ্য সৌখ্যম্।
হৃদয়মনুববন্ধ কস্য নো বা
সুতমুখবীক্ষণমস্য কাকলী বা ॥ ১৮ ॥
বিলসতি কিল তাবদেব লোকে
ধনবনিতাদিবিরাগবদ্ধচর্চ্চা।

অস্যার্থঃ।

পরিপুষ্ট হইতে লাগিল, সঙ্গে সঙ্গে হৃদয়ে নূতন নূতন ভাবের আবির্ভাব হইতে লাগিল, কিন্তু প্রদীপ্ত চৈতন্যস্বরূপ মতিরাম এ সমুদয়কে নরকপতনের কারণ বলিয়া বোধ করিতে লাগিলেন ॥ ১৬ ॥

ইহ সংসারে বৃদ্ধাবস্থায়ও লোকের মনোভাব কিরূপ থাকে, এবং প্রথম—যৌবনাবস্থায় মতিরামের মনোভাব ঐরূপ কেন হইয়াছিল, এই বিষয়ে একাগ্রচিত্তে চিন্তা করিলে, পণ্ডিতদিগের অন্তরে, ইহাই প্রতীতি হয় যে পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত পুণ্যই ইহার একমাত্র কারণ ॥ ১৭ ॥

এই সংসারে এমন কে আছে, যে কামিনীগণের কুটিল

বিকসতি নহি যাবদঙ্গনানাং
হঠদবিতেতরভাবনো বিলাসঃ ॥ ১৯ ॥
অপি ভবতু বিশেষশাস্ত্রদৃষ্টি-
রুপনিষদঃ পরিশীলিতাশ্চ সন্তু।
পরিষদি কথনায় সর্ব্বমেত-
দ্বিষয়বিরতিপদন্তু দূরসংস্থম্ ॥ ২০ ॥
ধনমপি মনসোঽপকর্ষণং
কুরুতেঽদস্তু ন ন প্রসিধ্যতি।
অপি কনককৃতে ত্যজেদসূন্
ইতি লোকে কিমু নো নিভালিতম্ ॥ ২১ ॥

অন্বয়ার্থঃ।

কটাক্ষ নিক্ষেপ প্রাপ্ত হইয়া সুখানুভব না করে, পুত্রের মুখদর্শন ও তাহার মধুরাস্ফুট বাক্য শ্রবণ করিয়া কাহারই বা হৃদয়ে স্নেহের সঞ্চার না হয়॥ ১৮ ॥

স্ত্রী পুত্র সকলই মিথ্যা ইত্যাদি বৈরাগ্য ভাবের কথা অনেকেই বলিয়া থাকেন বটে, কিন্তু বিলাসিনীদিগের হাব-ভাবযুক্ত মুখনেত্রাদির ভঙ্গী, নয়নগোচর হইবামাত্রই তাঁহাদের ঐ বৈরাগ্যভাব একেবারেই বিলুপ্ত হইয়া পড়ে॥ ১৯ ॥

শাস্ত্রজ্ঞান অথবা উপনিষদ অনুশীলন এ সকলই কেবল লোক সমাজে প্রতিপত্তিলাভের কারণ হয়, প্রকৃত বিষয় বৈরাগ্য কিন্তু এ সকল হইতে বহুদূরে অবস্থিত॥ ২০ ॥

(অন্য ঐশ্বর্য্যের কথা দূরে থাক) কেবল ধনের মায়াতেই

ইতি সুবিদিতমস্তি সম্মতীনাং
পরমিদমস্য তু যৌবনেঽপি পশ্য।
অভবদতিতরামনন্যলভ্যো
ধনযুবতীসুতমানতো বিরাগঃ ॥ ২২ ॥

প্রথমজনুষি নিত্যকর্ম্মজাতং
সময়বিশেষনিবন্ধনঞ্চ যদ্যৎ।
অবিহিতপরিবর্জ্জনঞ্চ শশ্ব-
দ্বিহিতমভূদতিযত্নতোঽস্য পুংসঃ ॥ ২৩ ॥

কৃতবানিয়মন্যজন্মসু
চিরমীশানপদাম্বুজার্চ্চনম্।

অন্বয়ার্থঃ।

মানুষের মন অপকৃষ্ট হইয়া পড়ে, আর এ কথাও অপ্রসিদ্ধ নয় যে অনেক সময় লোকে অর্থনাশ-দুঃখে নিজের প্রাণ পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করে॥ ২১ ॥

এ সকল বিষয় পণ্ডিতদিগের অজ্ঞাত নাই কিন্তু দেখুন, এই মহাত্মার (মতিরামের) যৌবনাবস্থায়ই ধন, যুবতী, পুত্র ও মানাভিমান, এই সকল বিষয়ে একেবারে কেমন অসাধারণ বৈরাগ্য জন্মিয়াছিল ॥ ২২ ॥

ইনি যে, পূর্ব্বজন্মে শাস্ত্রনিষিদ্ধ কার্য্য সকল পরিত্যাগ করত, নিত্যকর্ম্ম অর্থাৎ প্রতিদিন কর্ত্তব্য সন্ধ্যাবন্দনাদি ও নৈমিত্তিক কর্ম্ম (অর্থাৎ ঘটনা বিশেষে শাস্ত্রে যাহা কর্ত্তব্য বলিয়া নির্দ্দিষ্ট

কথমৈকপদেহন্যথা ভবেদ্
বিষয়েম্বামিষধীকৃতা ঘৃণা ॥ ২৪ ॥
চিরকালমুপাসনাং বিনা
জগদীশস্য পদারবিন্দয়োঃ।
ঘটতে চ ন জাত্বধিক্ষিতি-
ক্ষিতিভৃন্মণ্ডলমণ্ডিতাঙ্ঘ্রিতা ॥ ২৫ ॥
ইহ চেদবদৎ পতঞ্জলি-
র্দৃঢ়বৈরাগ্যফলান্যমূন্যপি।

অন্বয়ার্থঃ।

হইয়াছে, যেমন গ্রহণের সময় স্নান দানাদি করিতে হয়, পুত্র জন্মিলে আভ্যুদয়িক শ্রাদ্ধ করিতে হয় ইত্যাদি) কর্ম্ম সকল অতি যত্ন পূর্ব্বক অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই ॥২৩॥

ইনি পূর্ব্বজন্মে দীর্ঘকাল মহাদেবের চরণকমল অর্চ্চনা করিয়াছিলেন নতুবা স্বভাবতঃই অভক্ষ্য আমিষের প্রতি লোকের যেরূপ ঘৃণা হয় সমস্ত ইন্দ্রিয়ভোগ্য বিষয়ে ইঁহার সেইরূপ ঘৃণা কেন জন্মিবে? ॥ ২৪ ॥

আর এই মর্ত্ত্যভূমিতে রাজমণ্ডল যাঁহার চরণসেবা করেন তিনি যে বহুকাল জগদীশ্বর-পাদপদ্ম-উপাসনা করিয়াছেন তাহাতে আর বিচিত্র কি? (ক) ॥ ২৫ ॥

(ক) এস্থলে ইহা বলা আবশ্যক যে কেবল ভারতবর্ষের রাজগণ নয়, ইউরোপ, আমেরিকা হইতেও রাজারা আসিয়া ইঁহার চরণে যথেষ্ট ভক্তি ও শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিয়া থাকেন।

বিবদামি ন তেন যৎ স্বয়ং
পরমং কারণমীশমাহ সঃ ॥ ২৬ ॥
বহবো ভুবি সন্তি ভাবুকা
বহবঃ পণ্ডিতমণ্ডলীবরাঃ।
সদসৎপ্রবিবেকধীগুণো
বিদুষোঽস্মৈব তু দৃক্পথঙ্গতঃ ॥ ২৭ ॥
স রহো নিবসন্ দিবানিশং
মনসেদং পরিতো ব্যভাবয়ৎ।

অস্যার্থঃ।

যদিও এবিষয়ে যোগশাস্ত্রাচার্য্য ভগবান পতঞ্জলি (ক) বলিয়াছেন যে, দৃঢ়রূপ বৈরাগ্যসিদ্ধ হইলেই পার্থিব ঐশ্বর্য্য প্রাপ্তিরূপ ফল স্বতঃই হইয়া থাকে তথাপি তিনি ঈশ্বরকে পরম কারণ বলিয়া (খ) স্বীকার করিয়াছেন অতএব সে বিষয়ে আর কিছুই বলিবার নাই যেহেতু দৃঢ় বৈরাগ্যও ঈশ্বরের অনুগ্রহে হইয়া থাকে ॥ ২৬ ॥

এই জগতে ভাবুক অর্থাৎ চিন্তাশীল পুরুষ অনেক আছেন, এবং অনেক মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতও আছেন, কিন্তু সদসদ্বিবেচিকা বুদ্ধির (গ) ফল কেবল এই মহাত্মাতেই দৃষ্ট হইতেছে ॥ ২৭ ॥

(ক) অস্তেয় প্রতিষ্ঠায়াং সর্ব্বরত্নোপস্থানম্।

(খ) ক্লেশকর্ম্মবিপাকাশয়ৈরপরামৃষ্টঃ পুরুষবিশেষঃ ঈশ্বরঃ।

(গ) সদসদ্বিবেচিকা বুদ্ধি অর্থাৎ নিত্য ও অনিত্যবস্তু বিভেদকরণক্ষমা বুদ্ধি, অর্থাৎ ব্রহ্ম নিত্য ও জগৎ অনিত্য, ইত্যাকার বস্তুবিবেচিকা বুদ্ধি।

নির্ধারয়দাশু তত্ত্বতো
জগদজ্ঞানবিলাসসম্ভবম্ ॥ ২৮ ॥
যদি নিত্যমিদম্ভবেজ্জগৎ
পুরতো ভূতিনিরোধভৃৎ কথম্।
ক্ষিতিরপ্যুভয়ীযুতৈব কি-
ন্ন ভবেৎ সাবয়বত্বহেতুতঃ ॥ ২৯ ॥

অন্বয়ার্থঃ।

ইনি দিবানিশি নিভৃত স্থানে অবস্থিতি পূর্ব্বক একাগ্রচিত্তে বিচার করিয়া সম্যক্‌রূপে নিশ্চয় করিলেন যে, এই জগৎ অজ্ঞানের প্রাদুর্ভাব হইতেই উৎপন্ন হইয়াছে। যখন আমরা কোন ঐন্দ্রজালিক ক্রিয়া দেখিতে থাকি তখন হৃদয়ে আমাদের বিলক্ষণ বোধ থাকে যে যাহা আমরা দেখিতেছি তাহা ঐন্দ্রজালিকের কৌশল ভিন্ন আর কিছুই নয়, সেইরূপ বিচার পরিশুদ্ধ মতিরামের হৃদয়ে এইরূপ প্রতীতি হইয়াছিল যে, জগৎ বলিয়া কিছুই নাই, তবে যাহা দেখা যাইতেছে তাহা ভ্রমমাত্র ॥ ২৮ ॥

যেরূপে স্বামীজির এই জগতে অনাস্থা জন্মায় ২৯ শ্লোক হইতে ৭২ শ্লোক পর্য্যন্ত, সেই বিষয়ে নানা প্রকার বিচারের কথা বলা হইয়াছে। যাঁহারা শাস্ত্রীয় বিচার পাঠ করিতে অনিচ্ছুক তাঁহারা ২৮ শ্লোকের পর ৬০ শ্লোক অথবা ৭৩ শ্লোক দেখিতে পারেন।

জগৎ যদি নিত্য হয়, তাহা হইলে তাহার উৎপত্তি ও নাশ কেন প্রত্যক্ষ হয় (ক)। যদি বল ঘটপটাদি ক্ষুদ্র পদার্থের উৎপত্তি

(ক) উৎপত্তি ও নাশবিহীন পদার্থকে নিত্য কহা যায়, যাহার উৎপত্তি ও বিনাশ দেখা যায় তাহা অনিত্য।

অথ জাতমিদং বিভাব্যতে
সত উৎপত্তিমবৈষি বাসতঃ।
উভয়স্থ ন চাস্তি সম্ভব-
শ্চিতি বা খস্রজি বাপি বাধতঃ॥ ৩০॥
কথমস্তি চ কারণার্থনা
যদি ভূতেঃ পুরতোঽপি সম্ভবেৎ।

অস্যার্থঃ।

ও বিনাশ দৃষ্টিগোচর হয় বটে, কিন্তু পৃথিব্যাদি মহাভূতের উৎপত্তি বা ধ্বংস দেখা যায় না—পৃথিব্যাদির যখন অবয়ব আছে এবং অবয়বী মাত্রেরই যখন উৎপত্তি ও বিনাশ আছে তখন পৃথিব্যাদি মহাভূতেরও উৎপত্তি ও বিনাশ কেন না থাকিবে? অতএব জগৎ অনিত্য॥ ২৯॥

(জগৎ নিত্য নয় বটে, কিন্তু ইহার উৎপত্তি আমরা অনুভব করিতেছি অর্থাৎ জগৎ-বিষয়ক বোধ আমরা নিবারণ করিতে পারি না) এখন প্রশ্ন এই যে, অনুভূয়মান জগতের উৎপত্তি, সৎ ও অসৎ এ দুইয়ের কোনটী হইতে প্রবর্ত্তিত বলিয়া তোমার বোধ হয়। (নিত্যবস্তু) চিৎ, এবং (অনিত্য বস্তু) আকাশকুসুম এ দুইয়ের কোনটীরই উৎপত্তি হয় না কারণ তাহা যুক্তিবিরুদ্ধ (ক)॥ ৩০॥

(ক) উৎপত্তি বিষয়ে নিম্নলিখিত মতভেদ প্রচলিত আছে সাঙ্খ্যের মত এই যে, সমস্ত কার্য্যই আপন আপন কারণে লীন হইয়া থাকে এবং ব্যাপার বিশেষ দ্বারা প্রকাশ পায়; যেমন তিল হইতে তৈল হয়। তৈল যে

নহি ভালবিশালদৃগ্‌ঘরঃ
স্বললাটে নয়নং বিধিৎসতি ॥ ৩১ ॥
অথ চেৎ সদপি প্রকাশিতং
করণৈঃ কর্ত্তুমিহেহতে জনঃ।
নিয়মাৎসতি জন্ম তেঽস্তি তৎ
কথমাবির্ভবনং ন সম্ভবেৎ ॥ ৩২ ॥

অন্বয়ার্থঃ।

সৎকার্য্য বাদে ইহাও প্রষ্টব্য আছে যে, যদি কার্য্যোৎপত্তির পূর্ব্বেও সৎ থাকে, তাহা হইলে কার্য্যার্থী লোক কারণের ইচ্ছা কেন করে? কেননা যে বস্তু প্রথমাবধিই আছে, তাহার উৎপত্তির জন্য কেহই যত্ন করে না, যেমন ভালস্থলে বিশাল-নেত্রযুক্ত শিব, স্বীয় ললাটে নেত্রবিধানের কখনই ইচ্ছা করেন না ॥ ৩১ ॥

যদি বলা যায়, সৎ বস্তু কারণে লীন হইয়া থাকিলেও, লোকে তাহাকে প্রকাশ করিবার জন্য চেষ্টা পায়। (যেমন দধিতে ঘৃত

কোন নূতন পদার্থ উৎপন্ন হয় তাহা নহে তিলে বিদ্যমান ছিল, ব্যাপার বিশেষ অর্থাৎ পীড্যমান হইয়া তৈল প্রকাশ পাইল। ন্যায়শাস্ত্রের মত এই যে, তিল হইতে তৈল নূতন পদার্থ উৎপন্ন হইল, অর্থাৎ প্রথমে কার্য্য থাকে না, কারণ ব্যাপারানন্তর উৎপন্ন হয়। এস্থলে অর্থাৎ ৩০ শ্লোকে বলা হইতেছে যে এই উভয়ের কোনটীই সম্ভব নহে। কেননা যে বস্তু চিরন্তনই সৎ, অর্থাৎ সদাকাল সমভাবে অবস্থিত তাহার উৎপত্তি যুক্তিবিরুদ্ধ, এবং যে বস্তু সর্ব্বদাই অসৎ, যেমন আকাশকুসুম, তাহা হইতেও উৎপত্তি হওয়া সম্ভব নয় ॥ ৩০ ॥

অসতোঽপি তথা বিচারণে
ন চ সুস্থা ভবিতা জনিক্রিয়া।
বদ দণ্ডমৃদাদিতঃ কুতো
ঘট উৎপদ্যত এব নো পটঃ ॥ ৩৩ ॥
যদি শক্তিবিশেষ ইষ্যতে
স চ কার্য্যেণ বিশিষ্যতে ন বা।

অন্বার্থঃ।

থাকিলেও তাহা নিষ্কাশন জন্য মন্থনাদি ব্যাপারের আবশ্যক হয়)
ইহাতেও দোষ হয়—

এই যে সৎ বস্তুর প্রকাশ বা জন্মের কথা বলিতেছেন তাহা (ব্যাপারান্তরসাপেক্ষ হওয়াতে) নিয়মাধীন (ক) বলিয়া স্বীকার করা হইতেছে এখন জিজ্ঞাস্য এই যে যাহা সৎ তাহার আবির্ভাবই বা কেন না সৎ হয় ॥ ৩২ ॥

সৎ হইতে জগৎ উৎপত্তি হয় না ইহা দেখাইয়া এক্ষণে অসৎ হইতেও জগৎ উৎপত্তি হইতে পারে না তাহা দেখান হইতেছে।

সেইরূপ, বিচার করিয়া দেখিলে, অসৎ হইতেও জগদুৎপত্তি সিদ্ধ হয় না। যদি অসৎ হইতে জগদুৎপত্তি স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে দণ্ড ও মৃত্তিকাদিরূপ কারণে, যখন ঘটও নাই পটও নাই, তখন দণ্ড ও মৃত্তিকাদি দ্বারা ঘটই উৎপন্ন হয়, পটই বা কেন হয় না? মৃত্তিকাতে ঘট ছিল না, কারণ সকলই অসৎ ॥ ৩৩ ॥

(ক) নিয়মাধীন হইলে সৎ বস্তুর চিরন্তন সত্তার অভাব ঘটিল।

প্রথমে ত্বসতা কথন্তথা
চরমে তেন কথং ব্যবস্থিতিঃ ॥ ৩৪ ॥
ইতি চিন্তিতমেব সূরিভিঃ
প্রথমাচার্য্যবরৈরনেকধা।
ন কথঞ্চন যুক্তিসিদ্ধতা
জগতুৎপত্তিগতা-বতিষ্ঠতে ॥ ৩৫ ॥
কণভক্ষমতং যদীক্ষ্যতে
ন বিচারং সহতে তদণ্বপি।

অন্বার্থঃ।

যদি শক্তি বিশেষের অস্তিত্ব স্বীকার করিয়া বলা যায়, যে মৃত্তিকাদি কারণে ঘট উৎপাদন করিবার শক্তি আছে কিন্তু পট উৎপাদন করিবার শক্তি নাই এই জন্য পট উৎপন্ন হয় না, তাহা হইলে, উক্ত শক্তি ও কার্য্য (অর্থাৎ ঘটপটাদি) এ উভয়ের পরস্পর কোন সম্বন্ধ আছে কিনা তাহাও বিচার্য্য। প্রথমতঃ যদি স্বীকার করা যায় যে পরস্পর সম্বন্ধ আছে, তাহা হইলে অসৎ যাহার সত্তা নাই অর্থাৎ কার্য্য, তাহার সহিত সৎ, অর্থাৎ শক্তি-বিশেষের সম্বন্ধ স্বীকৃত হইতেছে অসতের সহিত সতের সম্বন্ধ সেই বা কিরূপ? (চরমে) শেষোক্ত পক্ষে অর্থাৎ শক্তি ও কার্য্য ইহাদের পরস্পর সম্বন্ধ যদি স্বীকার না করা যায় তাহা হইলে পরস্পর সম্বন্ধ-বিহীন কার্য্য ও কারণ এতদুভয়ের সত্তারই বা কিরূপ উপলব্ধি হইবে ॥ ৩৪ ॥

প্রাচীন আচার্য্যগণ এ বিষয়ে অনেক বিচার ও অনুশীলন

পরমাণুময়ং হি কারণং
জগতো বক্তি ন চাস্য সম্ভবঃ ॥ ৩৬ ॥ *
রহিতোঽবয়বৈঃ স ইষ্যতে
সতি যোগে চ তয়োঃ শিবেচ্ছয়া।
দ্ব্যণুকক্রমতো জগদ্ভবে-
দিতি কাণাদমতং ব্যবস্থিতম্ ॥ ৩৭ ॥
পরমত্র বিচার্য্যতামিদং
পরমাণাবণুকান্তরস্য যৎ।

---

* তৎ কণভক্ষমতং বিচারম্ অণু স্বল্পমপি ন সহতে হি যতঃ অয়ম্ ঋষিঃ পরমাণুং জগতঃ কারণং বক্তি অস্য চ পরমাণোঃ সম্ভবো নাস্তি।

অন্বার্থঃ।

করিয়াছেন কিন্তু জগদুৎপত্তি বিষয়ে অর্থাৎ সৎ ও অসৎ ইহার কোনটী হইতে জগৎ প্রবর্ত্তিত সে বিষয়ে কোন যুক্তিসিদ্ধ মীমাংসা হয় নাই ॥ ৩৫ ॥

অতঃপর ভিন্ন ভিন্ন শাস্ত্রের মত পৃথক্ রূপে বিচার করিয়া দেখান হইতেছে। নিম্নে ৪২ শ্লোক পর্য্যন্ত বৈশেষিক-দর্শন-মতের প্রতিবাদ করা হইয়াছে।

বৈশেষিক দর্শন প্রণেতা কণাদঋষি পরমাণুকেই জগতের কারণ বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন কিন্তু বিচারে ইহা অভ্রান্ত বলিয়া বোধ হয় না পরমাণুর (অর্থাৎ অবয়ববিহীন পরমাণুর) সম্ভব হয় না ॥ ৩৬ ॥

পরমাণুর অবয়ব নাই কিন্তু ঈশ্বরেচ্ছায় পরমাণু যখন দুইটী একত্র হয় তখন অণুর উৎপত্তি হয়, দুইটী অণু একত্র হইলে দ্ব্যণু

মিলিতং সকলাশ্রয়েঽস্তি কিং
তদুতৈকাংশগতং সমিষ্যতে ॥ ৩৮ ॥ *
যদি পূর্ব্বমুদীরিতম্মতং
কিমু লীনং ন পরস্পরস্তয়োঃ।
অণুতাং ন বিমোক্ষ্যতে জগ-
ন্মনসেদং নিপুণং নিরীক্ষ্যতাম্‌ ॥ ৩৯ ॥
অথ চেদপরন্মতং বদেঃ
ক্ব গতা সাংশবিহীনতাস্য তে। †

---

* পরমাণৌ অণুকান্তরস্য যৎ মিলিতং (মিলনং) তৎ কিম্‌ সকলাশ্রয়ে অস্তি উত একাংশগতং সমিষ্যতে।

† তে (তব) অস্য পরিমাণোঃ সা (পূর্ব্বমঙ্গীকৃতা) অংশবিহীনতা ক্ব গতা।

অস্যার্থঃ।

হয়, এইরূপে পরমাণু সকলের পরস্পর সংযোগে পৃথিবী আদি সমস্ত জগৎ ক্রমে ক্রমে উৎপন্ন হইয়া থাকে, ইহাই মহর্ষি কণাদের মত ॥ ৩৭ ॥

কিন্তু এ স্থলে বিচার করিয়া দেখা উচিত যে, এক পরমাণুর অন্য পরমাণুর সহিত যে সংযোগ হয়, তাহা কি সর্ব্বাংশে হয়, অথবা একাংশে হয় ? ॥ ৩৮ ॥ (ক)

প্রথমোক্ত মত অর্থাৎ পরমাণুর সর্ব্বাংশগত সংযোগ যদি

(ক) পরমাণু নিরবয়ব, অবয়ব শূন্যের পরস্পর সংযোগ কিরূপে সম্ভব হয় ইহাই বিচার করিবার অভিপ্রায়ে উক্ত প্রশ্ন করা হইয়াছে।

ইয়মেব চ দোষভাবনা-
বয়বেষ্বপ্যণুতা কৃতা-ব্রজেৎ ॥ ৪০ ॥
যদি সোঽপ্যপরাংশযুগ্‌ভবে-
দনবস্থা বিপুলা তদা-গতা।
বিনিবারয়িতা কথম্ভবান্
সমতাং মেরু-কনীনিকাংশয়োঃ ॥ ৪১ ॥
ইতি নাবসরো গিরামিহ
প্রভবেৎ কিন্ত্বভিমানমাত্রতঃ।

অন্বয়ার্থঃ।

স্বীকার করা যায় তাহা হইলে, পরস্পর সংযুক্ত উভয় পরমাণুরই বা কেননা লয় হইবে———(কারণ উভয় পরমাণুরই অবয়ব নাই, সুতরাং সংযোগ দ্বারা অবয়ব-পুষ্টিরও সম্ভব নাই)—যদি পরমাণু পরমাণুতে লীন হইয়াই রহিল তাহা হইলে বিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখিলে বোধ হইবে যে পরমাণু সংযোগে সমুৎপন্ন জগৎ পরমাণু ব্যতীত অন্য কিছু হইতে পারে না ॥ ৩৯ ॥

যদি শেষোক্ত মত অর্থাৎ পরমাণুদ্বয়ের কিঞ্চিদংশে সংযোগ হয়, এরূপ স্বীকার করেন, তাহা হইলে পরমাণুর নিরবয়বত্ব কোথায় রহিল ? (৩৭ শ্লোক দেখুন)। পরমাণুর অবয়বের অণুত্ব স্বীকার করিলে, সেই দোষই থাকিয়া যায় ॥ ৪০ ॥

যদি পরমাণুর অবয়ব অন্য কোন "বিশেষ" পদার্থের সহিত

* বিবদিষ্যত এব চেন্থথা-
রুচি ভাষস্ব বশা নিজা হি বাক্ ॥ ৪২ ॥

† চরণাক্ষ-মতেঽপি তাদৃশং
ন নিবৃত্তা বচনীয়তাস্তি সা।
স হি বস্তুবিচারণে কৃতে
ক্বচিদেবাস্তি কণাদতোঽন্যথা ॥ ৪৩ ॥

---

* বিবদিষ্যতে এব চেৎ যথারুচি ভাষস্ব। † চরণাক্ষো গৌতমঃ।

অন্বার্থঃ।

যুক্ত থাকার কথা স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে অনবস্থা (ক) দোষ ঘটিল। (আর পরমাণুর সাবয়বত্ব স্বীকার না করিলে) বাহ্য-জগতের সুমেরু পর্ব্বত, ও চক্ষুকনীনিকার অন্তর্গত সুমেরু পর্ব্বত এতদুভয় যে সমান নয় তাহাই বা কিরূপে প্রতিপন্ন হইবে ॥৪১॥

অতঃপর এ বিষয়ে (৩৮ শ্লোক দেখুন) অন্য কোন কথা বলিবার অবসর নাই তবে যদি অভিমান বশতঃ নিজ মত সমর্থ-নের জন্য তর্ক করিতে উদ্যত হয়েন তবে আপনার অভিরুচি মত আপনি বলিতে পারেন, নিজের কথা নিজের বশীভূত বটে ॥ ৪২ ॥

ভগবান্ গৌতমের মতেও পূর্ব্বোক্ত দোষের নিবৃত্তি হয় না

(ক) যে তর্কে উপপাদ্য ও উপপাদকের বিরাম নাই তাহাকে অনবস্থা দোষ বলে। অর্থাৎ যদি "বিশেষ" বস্তুর সহযোগে পরমাণুর অবয়বের বৈষম্য স্বীকার করা যায় তাহা হইলে সেই বিশেষ বস্তু ও পরমাণু এতদুভয়ের সংযোগ সম্বন্ধেও পূর্ব্ববৎ আশঙ্কা উত্থাপন হইবে এইরূপে এ বিষয়ের শেষ মীমাংসা কোন রূপেই সম্ভব হইতে পারে না।

কলয়া গণিতানবূবুধৎ
স পদার্থান্ কণভুক্ চ সপ্ত তান্।
* পদদৃক্ তু কথাঙ্গসংগ্রহং
কুরুতেঽন্যস্তু লঘুত্বলালসঃ ॥ ৪৪ ॥

অথ কাপিলমপ্যবেক্ষ্যতে
মতমত্রাস্তি সতঃ কৃতিস্তু যা।
পুরতো মথিতৈব সা ত্বিহা-
পরমপ্যস্তি বিবক্ষিতং বিদাম্ ॥ ৪৫ ॥

---

* পদদৃক্—(চরণাক্ষঃ) গৌতমঃ।

অস্যার্থঃ।

কণাদ ঋষির মত ও গৌতমের মত প্রায়ই এক, তবে পদার্থ-বিচারে কোন কোন স্থলে সামান্য প্রভেদ আছে ॥ ৪৩ ॥

মহর্ষি গৌতম ষোড়শ পদার্থ স্বীকার করিয়াছেন, এবং কণাদ ঋষি (সেই ষোড়শ পদার্থকেই) সপ্ত পদার্থ বলিয়া মানিয়াছেন। বিচারে সুচারুরূপে তত্ত্ব-নিরূপণ করিবার অভিপ্রায়ে অব্যবস্থাদি দোষ পরিহরণার্থ গৌতম ঋষি, বাদ জল্প ও বিতণ্ডা এই তিনটি কথার অঙ্গ পৃথক্ পৃথক্ দেখাইয়াছেন। কণাদ ঋষি সংক্ষেপে বর্ণন করিবার মানসে গৌতম ঋষির স্বীকৃত সমস্ত পদার্থগুলিই সপ্ত পদার্থের মধ্যে সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন ॥ ৪৪ ॥

অতঃপর মহর্ষি কপিলের (সাঙ্খ্যদর্শনের) মত সমালোচনা করা হইতেছে।

সৎকার্য্যবাদের অর্থাৎ সৎ হইতে জগতের উৎপত্তি এই

জগতঃ কিল কারণং পরং
প্রকৃতিঃ সত্বরজস্তমোময়ী।
অনপেক্ষ্য চিতোন্তরাশয়ং
মতমেতৎ কপিলস্য সম্মতং ॥ ৪৬ ॥
বিদুষা স্বধিয়া নিরীক্ষ্যতাং
জড়মাত্রং মতিমন্মহীপবৎ।
কমলোদ্ভববচ্চ পালয়ে-
দ্বিদধীতাপ্যখিলাঃ প্রজা ইমাঃ ॥ ৪৭ ॥

অন্বয়ার্থঃ।

মতের যে সিদ্ধান্ত, তাহা পূর্ব্বেই (৩১ শ্লোক দেখুন) খণ্ডিত হইয়াছে, কিন্তু এ বিষয়ে পণ্ডিতগণের আরও বক্তব্য আছে ॥ ৪৫ ॥

মহর্ষি কপিলের অভিমত মত (ক) এই যে, চৈতন্য অথবা চিৎশক্তির অপেক্ষা না করিয়া (অর্থাৎ স্বতন্ত্র হইয়া) সত্বরজস্তমো-গুণাত্মিকা প্রকৃতিই জগতের প্রধান কারণ ॥ ৪৬ ॥

প্রকৃতি জড় (খ) সেই জড়া প্রকৃতি, কমলযোনি ব্রহ্মার ন্যায় জগৎ সৃজন করিতে সমর্থ ও ধীশক্তি সম্পন্ন মহীপতির ন্যায় জগৎ পালন করিতে যে সমর্থ হইবে এই সকল বিষয় পণ্ডিতগণ স্বয়ং বিবেচনা করিবেন ॥ ৪৭ ॥

(ক) প্রকৃতের্মহাংস্ততোঽহঙ্কারস্তস্মাদ্গণশ্চ ষোড়শকঃ। তস্মাদপি ষোড়শকাৎ পঞ্চভ্যঃ পঞ্চভূতানি। সাঙ্খ্যতত্বকৌমুদী।

(খ) পুরুষস্য দর্শনার্থং কৈবল্যার্থং তথা প্রধানস্য পঙ্গ্বন্ধবদুভয়োরপি সংযোগস্তৎকৃতঃ সর্গঃ। সাঙ্খ্যতত্বকৌমুদী।

যদবোচদয়ং পয়োজনি-
* র্জড়তোঽপ্যস্তি শিশোর্বিবৃদ্ধয়ে।
কথমাস্তিকতা সহেত তৎ
পরমেশো হি ততোঽববুধ্যতে ॥ ৪৮ ॥
অনয়ৈব দিশা স যোগবিৎ
† প্রকৃতেরাশ্রয়ণাৎ পৃথক্কৃতঃ।
পরমেশ্বরদর্শনক্রিয়া-
কথনাৎ কিন্তু সমাদৃতোঽপ্যভূৎ ॥ ৪৯ ॥

* অয়ং (কপিলঃ) শিশো-র্বৎসস্য বিবৃদ্ধয়ে জড়তঃ অপি পয়োজনি-র্দুগ্ধোৎপত্তিরস্তি ইতি যদ্ অবোচৎ।

† স যোগবিৎ (পতঞ্জলিঃ) অনয়ৈব দিশা (প্রকারেণ) প্রকৃতেরাশ্রয়ণাৎ পৃথক্ কৃতঃ পরমেশ্বর ইতি শেষঃ। জগৎ সৃষ্টিবিষয়ে ন হি পরমেশ্বরঃ প্রকৃতেরাশ্রয় ইতি ভাবঃ।

অস্যার্থঃ।

জড় স্বাধীনভাবে কার্য্য করিতে পারে ইহার পোষকতায় সাঙ্খ্যমতাবলম্বীরা প্রমাণ দেখান যে—

শিশুর পোষণ ও বর্দ্ধন জন্য, ভুক্তদ্রব্য (জড়) মাতৃশরীরে দুগ্ধে পরিণত হয় কিন্তু অন্য সময় হয় না। (ক)

আস্তিকমাত্রেরই এ কথা অসহ্য প্রত্যুত এইরূপ ঘটনা হইতেই আস্তিকের মনে ভগবদস্তিত্বে স্থির-সংস্কার জন্মিয়া থাকে ॥ ৪৮ ॥

যোগাচার্য্য পতঞ্জলি এই ভাবেই পরমেশ্বর ও প্রকৃতি

(ক) "The materialists maintain that the soul of man is not a speritual substance distinct from matter but that it is the result of a particular organisation of matter in the body."

ইতি সূক্ষ্মনিরীক্ষণে কৃতে
নহি কস্যাপি জগন্নিরূপণা ।
মনসো হরণক্ষমা ভবে-
দপি যত্নো বহুধা বিধীয়তাম্ ॥ ৫০ ॥
শ্রুতিবাক্যবিচারণায় যদ্
রচিতং জৈমিনিনা তু দর্শনং ।
বচসঃ পরতাবধারণে
* ক্ষমতে তন্নতু সৃষ্টিধীজনৌ ॥ ৫১ ॥

---

* বচসঃ (বেদোক্তেঃ) পরতাবধারণে (অভিধেয়প্রতিপাদনে) ক্ষমতে, প্রভবতি, সৃষ্টিধীজনৌ তু ন ক্ষমতে ।

অন্বার্থঃ ।

এতদুভয়ের আশ্রয়াশ্রয়িত্বভাব নাই দেখাইয়াছেন (ক) কিন্তু সমাধি নিরূপণ প্রণালী অর্থাৎ যে সকল ক্রিয়া দ্বারা পরমেশ্বর দর্শন ঘটে, বিবৃত করিয়াছেন বলিয়াই তাঁহার (পতঞ্জলির) অধিকতর সমাদর হইয়াছে ॥ ৪৯ ॥

এইরূপে বিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখিলে, যিনি যতই চেষ্টা করুন না কেন, কোন শাস্ত্রকারেরই জগন্নিরূপণ (অর্থাৎ সৃষ্টি বিবরণ) হৃদয়গ্রাহী হয় না ॥ ৫০ ॥

বেদবাক্য বিচার করিবার নিমিত্ত ভগবান্ জৈমিনি যে

(ক) ক্লেশকর্ম্মবিপাকাশয়ৈরপরামৃষ্টঃ পুরুষবিশেষঃ ঈশ্বরঃ। পাতঞ্জল ১ অং ২৪ শ্লোক। অর্থাৎ ক্লেশ, কর্ম্ম, বিপাক (কর্ম্মফল) এবং আশয়, যাঁহাকে অধীন করে না তিনিই ঈশ্বর।

অবদচ্চ যদেষ ন ক্রিয়া-
ব্যতিরিক্তার্থকতা শ্রুতেরিতি।
ফলবৎপ্রতিপাদনাদিতঃ
শ্রুতিমূর্দ্ধজ্ঞবরৈরখণ্ডি তৎ ॥ ৫২ ॥
ইতি বেদবচাংস্যনেকধা
কথয়ন্ত্যত্র সদেকবস্তুতাম্।
পশুদৃষ্টিবদেব কল্পিতা
স্বপরস্মিন্নিহ ভেদভাবনা ॥ ৫৩ ॥

অন্বয়ার্থঃ।

মীমাংসাদর্শন রচনা করিয়াছেন, তাহা হইতে বেদবাক্যের তাৎপর্য্য পরিজ্ঞাত হওয়া যায়, কিন্তু মীমাংসাদর্শন হইতে সৃষ্টি সম্বন্ধে কোন বিষয় অবগত হওয়া যায় না ॥ ৫১ ॥

"আম্নায়স্য ক্রিয়ার্থত্বাদানর্থক্যমতদর্থানাম্" এই সূত্রে জৈমিনি লিখিয়াছেন যে, কর্ম্মকাণ্ড ভিন্ন বেদের আর কোনও অভিপ্রায় নাই, সে বিষয় শ্রুতিতত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিতগণ উত্তমরূপে খণ্ডন করিয়াছেন ॥ ৫২ ॥

বেদে এক চিরন্তন বস্তুর বিষয়ই অনেক প্রকারে বলা হইয়াছে—বেদোক্তিতে ভেদবুদ্ধি করা (অর্থাৎ ইহা কর্ম্মকাণ্ডের জন্যই বলা হইয়াছে সদ্‌বস্তুপ্রতিপাদনার্থে বলা হয় নাই ইত্যাদি বুদ্ধি হওয়া) কেবল স্বার্থপর পশুদৃষ্টি হইতেই প্রবর্ত্তিত হইয়া থাকে ॥ ৫৩ ॥

ইতি যুক্তিবলেন সিধ্যতি
জগতঃ স্বপ্নসদৃক্ষতা বিদাম্ ।
রজতাদি হি দোষযোগতঃ
কিমু নালীকমবেক্ষিতং বহু ॥ ৫৪ ॥

সকলং জগদস্তি কল্পিত-
শ্চিদধিষ্ঠানমবাপ্য শাশ্বতম্ ।
চিদবোধত এব কেবল-
শ্চিত আপ্তৌ তু ন কিঞ্চনাপ্যদঃ ॥ ৫৫ ॥

প্রথমভ্রমজাত্র সংস্কৃতি-
শ্চরমভ্রান্তিসহায়তামিতা ।

অন্বার্থঃ ।

এই সকল যুক্তিদ্বারা পণ্ডিতগণ জগৎকে স্বপ্নসদৃশ অলীক বলিয়া অবগত হয়েন, দৃষ্টিদোষ বশতঃ শুক্তি ও রজ্জু আদি পদার্থে রজত ও সর্পাদির ভ্রান্তি হইয়া থাকে ॥ ৫৪ ॥

চৈতন্যময় নিত্য বস্তুতে এই পরিদৃশ্যমান জগৎ কল্পিত হইয়াছে, নিত্য চৈতন্যের অনুভব না হওয়াতেই এই জগৎকে জগৎ বলিয়া বোধ হয়, চৈতন্যময়ের অনুভব, অথবা তত্ত্বজ্ঞান হইলে এই জগতের বোধ থাকে না। যেমন রজ্জুতে সর্পের ভ্রম রজ্জুজ্ঞান হইলে আর থাকে না, তদ্রূপ সদ্বস্তুর (অর্থাৎ অধিষ্ঠান ব্রহ্মস্বরূপের) জ্ঞান হইলে, অসদ্বস্তু (জগৎ) আর দৃষ্ট হয় না ॥ ৫৫ ॥

প্রথমেঽপি ততোঽপি পূর্ব্বজা-
স্তুতিসধ্র্যক্ত্বমুপাগতা তথা ॥ ৫৬ ॥ *
সময়স্য ন কোঽপি বিদ্যতে
প্রথমো বাপ্যথবাস্তিমোঽবধিঃ
ক্ব ভবোঽস্তি পুরাবলোকিতঃ
সুসমাধানমিদন্ততো ভবেৎ ॥ ৫৭ ॥
ইদমাস্তিক-মাত্র-ভাষিতে
শরণং নেতরদস্তি দৃশ্যতাম্।

---

* সহ—অন্চ্ কিপ্—সধ্র্যঙ্, তস্যভাবঃ সধ্র্যক্ত্বম্।

অন্বয়ার্থঃ।

এরূপ আশঙ্কা হইতে পারে যে, পূর্ব্বদৃষ্ট পদার্থেরই ভ্রান্তি হইয়া থাকে, যাহা কখনও দেখা যায় না, এরূপ পদার্থের পদার্থান্তরে ভ্রান্তি কিরূপে সম্ভব। ইহার সিদ্ধান্ত এই যে,—

প্রথম এক ভ্রম হইতে অন্যান্য ভ্রম উৎপন্ন হয়, এই প্রথম ভ্রমের এবং ইহার ও পূর্ব্ববর্ত্তী ভ্রমের কারণ অন্য এক ভ্রম হইয়াছিল। এক ভ্রম অন্য ভ্রমের অত্যন্ত সহায়, অর্থাৎ ভ্রম হইতে ভ্রমান্তর অনবরত অতর্কিতভাবে প্রবর্ত্তিত হইতেছে ॥ ৫৬ ॥

প্রথম ভ্রমের উৎপত্তি কিরূপে হইল ইহার উত্তর—যেমন কালের কোনও অবধি নাই কখন যে আরম্ভ হইয়াছে, এবং কখন যে অন্ত (শেষ) হইবে, তাহা নিরূপণ করা অসাধ্য তদ্রূপ, এমন কোন ভ্রম নাই, যাহাকে প্রথম ভ্রম বলিয়া স্থির করা যাইতে পারে, ইহাই এ বিষয়ের সিদ্ধান্ত ॥ ৫৭ ॥

জগতোঽস্তি বিচিত্রতা পুরা
কৃতকর্ম্মভ্য ইতীরয়স্ত্যমী ॥ ৫৮.॥
পরিহৃত্য হৃদোঽতিচাপলং
চিরকালং সুবিভাবনে কৃতে।
বিমলাশয়যুগ্বিভাবয়ে-
ন্মৃগতৃষ্ণাবদিমাং ভবার্থনাম্ ॥ ৫৯ ॥
পরমেশ্বরশক্তিতোঽপি বা
কথমপ্যেতদবস্তু বস্তু বা।
প্রতিভাতি তথাপি নোচিতা
বিদুষামত্র নিতান্তলীনতা ॥ ৬০ ॥

অস্যার্থঃ।

আস্তিকদিগের বাক্যই ইহার প্রমাণ এ বিষয়ে অন্য প্রমাণ নাই। দেখুন জগতের এই বিচিত্রতা, একমাত্র পূর্ব্বকৃত কর্ম্ম হইতে প্রবর্ত্তিত, অর্থাৎ অবস্থার ভূয়ো ভূয়ো পরিবর্ত্তনেই এই বিচিত্র জগৎ সৃজন হইয়াছে আস্তিক মাত্রেরই এইরূপ বিশ্বাস ॥ ৫৮ ॥

হৃদয়ের চাঞ্চল্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক দীর্ঘকাল বিচার করিয়া অন্তঃকরণ নির্ম্মল হইলে, সাংসারিক পদার্থের লালসা মৃগতৃষ্ণার ন্যায় অলীক বলিয়া স্বতঃই বোধ হইতে থাকে ॥ ৫৯ ॥

এই জগৎ সত্যই হউক বা অনিত্যই হউক পরমেশ্বরের শক্তি প্রভাবে ইহার অনুভূতি হইতেছে বটে কিন্তু তথাপি বিবেচক পণ্ডিতগণের পক্ষে ইহাতে (এ জগতে) অত্যন্ত আসক্ত হইয়া থাকা উচিত নহে ॥ ৬০ ॥

অনিশং বহুযত্নসাধনৈঃ
পরিতঃ পান্তি কলেবরং জনাঃ।
তদপি স্ববশে ন তিষ্ঠতি
কিমিবান্যৎ স্বমনোঽনুবর্ত্ততাম্॥ ৬১॥
পরিপশ্যত এব শৈশবং
যুবতাপ্যস্তমুপৈতি দেহিনাম্।
সততোম্মিষিতৈর্ম্মনোরথৈ-
র্নতু জানন্তি জরাং সমাগতাম্॥ ৬২॥
নিখিলা অপি তে মনোরথা
হৃদি কোলাহলমেব কুর্ব্বতে।

অস্যার্থঃ।

মনুষ্যগণ নিরন্তর নানা প্রকার উপায় অবলম্বন করত নিজ শরীরকে যত্ন পূর্ব্বক রক্ষা করিয়া থাকেন, কিন্তু সেই নিজের শরীরেই যখন আপনার বশে থাকে না, তখন অন্য কোন বস্তু কি কখন নিজের মনোমত হইতে পারে? । তাৎপর্য্য এই যে, যখন এত উপায়ে রক্ষিত শরীর নিজের বশে থাকিবার সম্ভাবনা নাই, তখন অন্য বস্তু যে চিন্তানুরূপ হইবে এরূপ আশা দুরাশা মাত্র॥ ৬১॥

বাল্যাবস্থা ও যৌবনাবস্থা দেখিতে দেখিতে অলক্ষিত ভাবে অতীত হইয়া যায়, এবং অনবরত উৎপদ্যমান মনোরথ সমূহ দ্বারা মানুষ এতই মোহিত, যে বৃদ্ধাবস্থা উপস্থিত হইলেও তাঁহাদের চৈতন্য হয় না॥ ৬২॥

বিষয়ৈস্তু নিজৈঃ সমাগমং
ন লভন্তেঽব্দশতেঽপ্যহো গতে ॥ ৬৩ ॥
নয়নোরুপয়োধরাহ্বয়ান্
অপি চর্ম্মাবৃতমাংসপিণ্ডকান্।
অবলোক্য বিমোহিতা-শয়া
জহতীহাখিলভদ্রমাত্মনঃ ॥ ৬৪ ॥
লব্ধ্বাপি দৈবাদ্বিষয়োপভোগং
চিরাত্মনঃকোটরসম্প্রবিষ্টম্।
তৃষ্ণাপিশাচীপরিভূতচিত্তাঃ
সন্তোষমন্তেঽপি ন বিভ্রতেঽমী ॥ ৬৫ ॥

অন্বয়ার্থঃ।

তখন সেই সকল মনোরথ মানসিক অস্বচ্ছন্দের কারণ হয়, শতবর্ষেও মনোরথের বিষয় পরিপূর্ণ হয় না, মনের বাসনা মনেই রহিয়া যায় ॥ ৬৩ ॥

নয়ন, উরু, স্তন, এ সকল চর্ম্মাবৃত মাংসপিণ্ড মাত্র, কিন্তু ইহার দর্শনে মানুষ বিমোহিত হইয়া আত্মার মঙ্গলকর ব্যাপারে একেবারেই জলাঞ্জলি দিয়া থাকে ॥ ৬৪ ॥

দৈবাৎ শুভাদৃষ্ট বশতঃ যদি কখন কাহারও হৃদয়াস্তর্গত অভিলষিত ভোগসুখ-প্রাপ্তি ঘটিয়া উঠে তাহা হইলেও ভোগতৃষ্ণা দিন দিন বৃদ্ধি হইয়া পিশাচী মূর্ত্তি ধারণ করে, এবং ভোগসুখে অবিতৃপ্ত এই মনুষ্য সকলের অন্তঃকরণে আসন্ন কালে কিছুমাত্র

গীতং পুরা সাধু যযাতিনাত্র
ন জাতু কামো বিষয়ানুষঙ্গাৎ ।
শমং ব্রজেৎ প্রত্যুত যাতি বৃদ্ধিং
হবিঃ প্রপদ্যেব হবির্ভুগিদ্ধঃ ॥ ৬৬ ॥

জরাসমুদ্যৎকফঘুর্ঘুরস্বরা
দারিদ্র্যদাবানলদগ্ধবাঞ্ছিতাঃ ।
বিমর্দ্দিতাশ্চাপি নৃপারিতস্করৈঃ
* স্মরন্তি নারীকিলকিঞ্চিতান্যহো ॥ ৬৭ ॥

---

* নায়কসমীপে স্ত্রীণাং সর্ব্বাভিলাষরুদিতস্মিতাসূয়াভয়ক্রুধাং ।
সঙ্করীকরণং যৎ স্যাদুচ্যতে কিলকিঞ্চিতং ॥

অস্যার্থঃ ।

সন্তোষ থাকে না, অভীষ্ট বস্তু সকল অবশ্যই পরিত্যাগ করিতে হইবে এই চিন্তায় তাঁহাদের অন্তর অত্যন্ত ব্যথিত হইয়া থাকে ॥ ৬৫ ॥

পূর্ব্বকালে মহারাজ যযাতি এই বিষয়ে অতি সুন্দরই বলিয়াছিলেন যে উপভোগ (ক) দ্বারা বিষয় কামনার শান্তি হয় না, বরং প্রজ্বলিত অগ্নিতে হব্য প্রদানের ন্যায় উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায় ॥ ৬৬ ॥

বৃদ্ধাবস্থা-সুলভ কফোদ্গমে স্বর বিকৃত হইয়াছে, দারিদ্র্যরূপ

(ক) ন জাতু কামঃ কামানামুপভোগেন শাম্যতি ।
হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মেব ভূয় এবাভিবর্দ্ধতে ॥
মহাভারতে যযাতিবাক্যম্ ।

আসিন্ধুভূমীবলয়াধিপত্যং
লোকত্রয়োল্লাসি-নতভ্রুবো বা।
যদ্বা বিধাতুঃ সকলাপি সৃষ্টি-
র্নৈকস্য পুংসোঽপি বিতৃপ্তয়ে স্যুঃ ॥ ৬৮ ॥
অনন্তকোটীর্জনুষাং সহস্র-
ক্লেশাবলীব্যাকুলিতা ব্যতীত্য।
কথঞ্চিদাসাদ্য মনুষ্যজন্ম-
শ্রমাৎ পুনঃ সংসৃতিমর্জয়ন্তি ॥ ৬৯ ॥
দিনে দিনে কালফণী প্রকোপং
কুর্ব্বন্ সমাগচ্ছতি সন্নিধানম্।

অন্তার্থঃ।

অনলে সকল সাধই দগ্ধ হইয়াছে, রাজা শক্র ও তস্করাদি কর্ত্তৃক যৎপরোনাস্তি উৎপীড়িত হইতেছে, কিন্তু হায়! তথাপি লোকে রমণী-বিলাস স্মরণ করিতে বিরত নহে অর্থাৎ নারীসঙ্গ পরিত্যাগ করা তাঁহাদিগের পক্ষে অসাধ্য হইয়া উঠিয়াছে ॥ ৬৭ ॥

সমুদ্র পর্য্যন্ত সমস্ত পৃথিবীর আধিপত্য, ত্রিভুবনের সমস্ত কামিনী, অথবা বিধাতার সমুদয় সৃষ্টবস্তু পাইয়াও যখন একজন পুরুষেরও মনোরথ পূর্ণ হয় না তখন তৃষ্ণার আর বিরাম কোথায়? ॥ ৬৮ ॥

অশেষ ক্লেশ-সঙ্কুল কোটি কোটি জন্ম অতিক্রম করতঃ কোন প্রকারে মনুষ্যজন্ম প্রাপ্ত হইয়া (জন্মযন্ত্রণা হইতে উদ্ধারের চেষ্টা না করিয়া) মানবগণ বৃথা পরিশ্রম দ্বারা পুনশ্চ জন্ম-পরম্পরাই উপার্জ্জন করিতেছেন ॥ ৬৯ ॥

নিপীত-মোহা-সব-জাত-মাদো
ন ভীতিমায়াতি কদাপি কোঽপি ॥ ৭০ ॥

প্রতিপ্রভাতং পশুবিত্তপুত্র-
কলত্রচিন্তাব্যথিতান্তরালাঃ।
আস্বাপকালং পরিতো ভ্রমন্তো-
ঽমোঘং বয়ঃ সংক্ষপয়ন্ত্যশেষম্ ॥ ৭১ ॥

প্রায়ঃ প্রয়াণাবসরাববোধঃ
সুদুঃশকঃ সংবৃতচেতনানাম্।
কথঞ্চিদাপ্যাপি-তমীশ্বরং ন
স্মরন্তি কিন্তু স্মরকাঙ্ক্ষিতানি ॥ ৭২ ॥

অন্বার্থঃ।

যতই দিন যাইতেছে কালরূপী ভীষণ সর্প ততই সন্নিহিত হইতেছে, লোকে মোহ-মদিরা পানে বিমোহিত, সুতরাং সে দিকে তাহাদের কোন লক্ষ্য নাই, এবং তজ্জন্য তাহারা ভীতও হয় না ॥ ৭০ ॥

হায়! মনুষ্যগণ প্রতি দিন প্রাতঃকাল হইতে শয়নকাল পর্য্যন্ত পশু, বিত্ত, পুত্র ও কলত্র প্রভৃতির চিন্তায় ব্যথিতান্তঃকরণে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করতঃ, সমস্ত জীবন বৃথা ব্যয় করিতেছে ॥ ৭১ ॥

লোকের চিত্ত এতই কলুষিত যে অন্তকালের জ্ঞান অর্থাৎ কখন মৃত্যু হইবে এ জ্ঞান প্রায় কাহারও হয় না। স্বপ্নবিশেষে বা রোগবিশেষে যদি কেহ, মরণ সন্নিকট হইয়াছে ইহা বুঝিতে

তস্মাদ্বৃথা ভবতু মা দ্বিজদেহলাভো-
যোগঃ কৃতোঽন্যজনুষীতি বিহায় সর্ব্বম্।
গেহাদিকং সপদি দুঃখদবানলার্চ্চিঃ-
শান্তিপ্রদেশচরণাম্বুজমাশ্রয়েয়ম্ ॥ ৭৩ ॥
ইত্থং বিচিন্ত্য পরমাত্মনিষণ্ণবৃত্তিঃ
সঙ্কল্পকল্পনমশেষমপোহ্য দূরম্।
হেলাং দধাবখিলকর্ম্মবিপাকভেদ-
শ্রেণীনিবদ্ধসুতবিত্তকলত্রবর্গে ॥ ৭৪ ॥

অস্যার্থঃ।

পারেন, তাহা হইলেও ঈশ্বর স্মরণ করেন না; কামের আকাঙ্ক্ষিত (ক) বিষয়ই স্মরণ করিতে থাকেন ॥ ৭২ ॥

এইরূপ বিচার করিয়া মতিরাম মনে করিলেন যে—

পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত পুণ্য, যদ্দারা ইহ জন্মে আমি ব্রাহ্মণ শরীর লাভ করিয়াছি, ব্যর্থ হওয়া উচিত নয়, অতএব গৃহাদি সমস্ত বস্তু ত্যাগ করিয়া, অবিলম্বে দুঃখ-দাবাগ্নির জ্বালা শান্তকরণক্ষম ঈশ্বরের চরণকমল আশ্রয় করাই আমার উচিত ॥ ৭৩ ॥

অতঃপর তিনি, পরমাত্ম-তত্ত্বে মনোনিবেশ করতঃ সাংসারিণী, ব্যাপারে সঙ্কল্প পরিত্যাগ করিয়া, নানাবিধ পুণ্য ও পা বরও

(ক) চন্দ্রশ্চন্দনধামধবলারাত্র্যো দ্বিরেফাবলী
ঝঙ্কারোন্মুখরা বিলাসবিপিনো পান্থা বসন্তোৎসবাঃ।
মন্দ্রধ্বানঘনোদরাশ্চ দিবসা মন্দাঃ কদম্বানিলাঃ
শৃঙ্গারপ্রমুখাশ্চ কামসুহৃদো নার্য্যাং জিতায়াং জিতাঃ ॥
প্রবোধচন্দ্রোদয় নাটক। আঃ ৪ শ্লোঃ ১৩।

বিহায় তস্মিন্ সময়েঽখিলং তদ্-
বিনির্গতঃ প্রত্যগুপেতচেতাঃ।
যদৃচ্ছয়ৈবোজ্জয়িনীং জগাম
পুরীং মহাকালমহেশ্বরস্য ॥ ৭৫ ॥
কঞ্চিৎ কালং হৃৎসরোজান্তরস্থং
ধ্যায়ন্নীশং শান্তচিত্তঃ স তত্র।
গ্রন্থাংস্তাংস্তান্ যোগবীথীপ্রকাশান্
সাধ্বভ্যাস্থৎ প্রাপ্তবোধৌচিতীকান্ * ॥ ৭৬ ॥

---

* প্রাপ্তঃ বোধো যৈস্তে প্রাপ্তবোধাস্তেষাং (বিষয়বিরক্তানাম্) ঔচিতীকাঃ (পাঠোপযোগিনঃ হিতা ইত্যর্থঃ) যে গ্রন্থাস্তান্। উচিত+ষ্ণীক।

অন্বয়ার্থঃ।

কর্ম্মের শ্রেণীবদ্ধ পরিণাম-ফল-স্বরূপ সুত, বিত্ত, কলত্র প্রভৃতি পার্থিব বস্তুতে অনাস্থা করিতে লাগিলেন; অর্থাৎ ধন পুত্র স্ত্রী প্রভৃতির মমতা পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন ॥ ৭৪ ॥

পরব্রহ্মানুরাগী মতিরাম অতঃপর গৃহ পরিত্যাগ পূর্ব্বক যদৃচ্ছাক্রমে মহাকালেশ্বর শিবের পুরী উজ্জয়িনী নগরীতে উপস্থিত হইলেন ॥ ৭৫ ॥

তিনি তথায় কিছুকাল শান্তমনে হৃদয়কমলান্তরস্থিত জগদীশ্বরের ধ্যান করিতে লাগিলেন, এবং বৈরাগ্যোদয় হইলে যে সকল গ্রন্থ উপযোগী হইয়া থাকে (ক) সেই সকল যোগ-

---

(ক) অর্থাৎ তৎকালীন তাঁহার অবস্থার অনুরূপ যোগমার্গ প্রকাশ পুস্তক সকলের মর্ম্মোদ্ভেদ করিয়াছিলেন।

অনন্তরং দ্বারবতীমগচ্ছদ্
যা গোপবেশস্য হরের্ব্বভূব।
বৈকুণ্ঠগোলোকযুগাধিরাজৎ-
স্তম্ভোল্লসদ্গোপুররাজধানী ॥ ৭৭ ॥
তীর্থোচিতং তত্র বিধায় কার্য্য-
জাতং পুনর্গুর্জ্জরমালবাদীন্।
দেশানটন্ তত্তদুপেতপুণ্য-
ক্ষেত্রং যথাশাস্ত্রমশিশ্রয়ৎ সঃ ॥ ৭৮ ॥
বেদান্তাভ্যাসমাতন্বন্ তীর্থযাত্রাং দধত্তথা।
মূর্ত্তঃ সমুচ্চয় ইব বভৌ স জ্ঞানকর্ম্মণোঃ ॥ ৭৯ ॥

অস্যার্থঃ।

মার্গ-প্রকাশক গ্রন্থসমূহ বিশেষরূপে অভ্যাস করিতে লাগিলেন ॥ ৭৬ ॥

অনন্তর তিনি গোপবেশধারী শ্রীকৃষ্ণের রাজধানী, দ্বারাবতী নগরী—যথায় পুরদ্বারস্থিত স্তম্ভ সকল, বৈকুণ্ঠ ও গোলোকপুরের দ্বারে অবস্থিত স্তম্ভের ন্যায় উদ্ভাসমান হইয়া বিরাজিত রহিয়াছে, সেই দ্বারাবতী নগরীতে প্রস্থান করিলেন ॥ ৭৭ ॥

তথায় তীর্থোচিত কার্য্যকলাপ সমাধা করিয়া, গুর্জ্জর (গুজরাট) ও মালব (মালবা) দেশে বিচরণ কালে পথে যে সমস্ত পুণ্যক্ষেত্র প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, সে সমুদয়েরও বিধিমত সৎকার করিয়াছিলেন ॥ ৭৮ ॥

বেদান্ত অভ্যাসে তৎপর হইয়াও, বিধিমত তীর্থসেবা করাতে

অথায়মাগাৎ পুনরেব পুণ্যাং
পুরীং মহাকালসমাশ্রিতাং তাম্।
বিচারনির্দ্ধূততমোরজস্ক-
স্তুর্য্যাশ্রমং ধারয়িতুং তদৈচ্ছৎ॥ ৮০ ॥

বভূব পূর্ব্বং নিয়মব্রতাঢ্য-
স্ততো গৃহস্থাশ্রমমপ্যধার্ষীৎ।
তীর্থাশ্রয়াজ্জাতবনস্থকৃত্যো-
ঽজানাৎ স কালং হৃতুরূপমস্থ॥ ৮১ ॥

অন্বয়ার্থঃ।

মহাত্মা মতিরামকে দেখিয়া বোধ হইতে লাগিল যেন জ্ঞান ও কর্ম্ম উভয়ে মিলিত হইয়া এক মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে॥ ৭৯॥ (ক)

তীর্থ পর্য্যটন করিতে করিতে স্বামীজী অতঃপর মহাকালেশ্বরের উজ্জয়িনী নগরীতে ফিরিয়া আসিলেন, এবং অনবরত বিচার দ্বারা তাঁহার আন্তরিক তমঃ ও রজোগুণ নির্ধূত হইয়াছে এইরূপ অনুভব হওয়াতে, সন্ন্যাসগ্রহণের ইচ্ছা করিলেন॥ ৮০॥

প্রথমতঃ (অষ্টমবর্ষ বয়সে উপনয়নের পর) বেদাধ্যয়নকালে নিয়মব্রত অর্থাৎ ব্রহ্মচর্য্য আচরণ করিয়াছিলেন, পরে গৃহস্থাশ্রম

(ক) মীমাংসকেরা বলেন বিধিমত ক্রিয়ানুষ্ঠান দ্বারা মুক্তি প্রাপ্তি হয়, বৈদান্তিকেরা বলেন জ্ঞান ব্যতীত মুক্তি হয় না তবে কর্ম্ম জ্ঞানের সাধন মাত্র—ইহাঁদিগের ঘোর বিবাদ সহ্য করিতে না পারিয়াই যেন জ্ঞান ও কর্ম্ম উভয়ে পরামর্শ করিয়া উপদেশ দিবার অভিপ্রায়ে মহাত্মা মতিরামের মূর্ত্তি ধারণ করিয়া পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়াছেন ইহাই শ্লোকের অভিপ্রায়।

সপ্তবিংশতিবর্ষমাত্রবয়স্ক এষ বিদগ্রণী-
রাত্মচিন্তনরাগযুগ্বিষয়ান্বিতান্তবিরাগবান্।
ধূতবারুণশাক্রবৈধনিকেতসৌখ্যকুবাসনো
ন্যাসমেব সমাশ্রয়ৎ ফলমেষ এব হি জন্মনঃ ॥ ৮২ ॥*
নবযৌবনং বলবদ্বপুঃ কমনীয়রূপগুণিগণ্যতা-
তরুণী রতিপ্রতিমা সুতঃ শশিনঃ সদৃক্ কিমিয়ং কৃতিঃ।

---

* এষ সন্ন্যাস এব জন্মনঃ দ্বিজদেহধারণস্য ফলম্।

অন্বয়ার্থঃ।

ধারণ করেন, তৎপরে তীর্থ পর্য্যটন দ্বারা বানপ্রস্থ আশ্রমের কার্য্যও করা হইল; অতঃপর তিনি ভাবিলেন যে, সন্ন্যাস ধারণ করিবার তাঁহার উপযুক্ত সময় হইয়াছে ॥ ৮১ ॥ (ক)

এই সময় তাঁহার বয়ঃক্রম সপ্তবিংশতি বর্ষমাত্র হইয়াছিল, তিনি পণ্ডিত ও বিদ্বানদিগের অগ্রগণ্য হইয়াছিলেন, পরমাত্ম চিন্তনেই তাঁহার অনুরাগ, অন্য বিষয় বাসনায় তাঁহার একান্ত বিরাগ জন্মিয়াছিল, এমন কি ইন্দ্রলোক, বরুণলোক ও ব্রহ্ম-লোকের সুখবাসনাকেও তিনি কুবাসনা বোধে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, এই অবস্থায় তিনি সন্ন্যাস গ্রহণ করিলেন। দ্বিজ-জন্ম এইরূপেই সফল হয় বটে ॥ ৮২ ॥

(ক) সন্ন্যাস চতুর্থাশ্রম, ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ, ও বানপ্রস্থের সেবা না করিয়া চতুর্থ আশ্রম সেবা করা অলৌকিক, সেই জন্য এই শ্লোকে মহাপুরুষ মতিরাম কিরূপে আশ্রমত্রয়ের কার্য্য করিয়াছিলেন, তাহাই বিবৃত হইয়াছে।

ইতি তস্য কোঽপি নিবারণক্ষমতামিতো ন বপুর্দ্ধর-
স্তমসো হি বিদ্ধি বলং কিয়দ্ রবিতেজসঃ পুরতো ভবেৎ ॥৮৩॥
রবিমণ্ডলং নিজভেদভীচলনং বিভর্ত্তি তদা স্ম নো
হবিরস্তমেত্য শচীপতিশ্চ ন শোচতি স্ম পরাগদৃশা।
অভয়প্রদানবিলাসিনা জগদীশতাং গমিতাত্মনা-
প্যমুনা ভয়ং কথমুস্তবেন্ন হি পুণ্যমস্তি ততঃ পরম্ ॥৮৪॥

অস্যার্থঃ।

নব যৌবন, বলিষ্ঠ শরীর, সুন্দর কান্তি, বিদ্বান ও পণ্ডিত-গণের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠতা, রতিসমানা পত্নী, চন্দ্রপ্রতিম পুত্র এ সকল বর্ত্তমান থাকিতে, আপনি এ কি করিতেছেন? এইরূপ তর্ক করিয়া কেহই তাঁহাকে সন্ন্যাস-আশ্রম-গ্রহণ-সঙ্কল্প হইতে নিবারণ করিতে পারিল না। অন্ধকারের কি এমন শক্তি যে, রবিতেজের সম্মুখীন হইতে পারে? মায়া অন্ধকারস্বরূপ, সত্বগুণের উদ্রেকে, সূর্য্যোদয়ে অন্ধকারের ন্যায়, স্ত্রীপুত্রাদি ভোগ্য বিষয়ে মায়া স্বতই বিলীন হইয়া যায় ॥ ৮৩ ॥

ব্রাহ্মণ সন্ন্যাস-গ্রহণ করিলে সূর্য্য কম্পিত হয়েন ইন্দ্রও ব্যথিত হইয়া থাকেন। সন্ন্যাসী এত বড় তেজস্বী হইতে পারেন যে, সূর্য্যমণ্ডল ভেদ করা তাঁহার অসাধ্য নহে এই কারণে সূর্য্যের ভয় (ক)। কর্ম্ম কাণ্ড পরিত্যাগ করিয়া ব্রাহ্মণে সন্ন্যাস গ্রহণ

(ক) দ্বাবিমৌ পুরুষৌ লোকে সূর্য্যমণ্ডলভেদিনৌ।
পরিব্রাট্ যোগযুক্তশ্চ রণে চাভিমুখে হতঃ ॥
পরাশরসংহিতায়াম্।

পূর্ব্বাশ্রমেণাথ সহৈব পূর্ব্বং
সন্ত্যজ্য নামস্মৃতয়ে জনানাম্।
নামান্তগম্যোঽপি বভূব নাম্না
শ্রীভাস্করানন্দসরস্বতীতি ॥ ৮৫ ॥

অভার্থঃ।

করাতে আহুতি দাতৃগণের সংখ্যা হ্রাস হইবে এই জন্য ইন্দ্রের আশঙ্কা (ক)। কিন্তু মহাত্মা মতিরাম যখন সন্ন্যাস গ্রহণ করেন, তখন সূর্য্য ও ইন্দ্রের কোন ভয়ের কারণ ছিল না, অনবরত ঈশ্বরানুধ্যানে তিনি স্বয়ং ঈশ্বরত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন, সর্ব্বত্র অভয় প্রদান করিতেই তাঁহার আনন্দ, অতএব তাঁহা হইতে কাহারও ভয়ের আশঙ্কা হইতে পারে না। অতঃপর পুণ্যতর আর কি হইতে পারে? ॥ ৮৪ ॥

যে সকল সন্ন্যাসীর আত্মা লিঙ্গশরীরে যুক্ত থাকে, ব্যাপকস্বভাব প্রাপ্ত হয় নাই, কেবল উপাসনা বা যোগাভ্যাসবলে স্থূল শরীর হইতে পৃথক্ ভাবাপন্ন হইয়া থাকে, তাঁহারাই সূর্য্যমণ্ডলভেদাদি করিয়া থাকেন—যাঁহাদের আত্মা অদ্বিতীয় সর্ব্বব্যাপী পরমাত্মা স্বরূপ হইয়াছে, সূর্য্যমণ্ডল ও সমুদয় ব্রহ্মাণ্ডই তত্র যাঁহার সত্তাতেই সূর্য্যমণ্ডল হবি, হোতা ইত্যাদি বর্ত্তমান, সেই সচ্চিদানন্দ হইতে কাহারও কোন আশঙ্কার কারণ হইতে পারে না।

সন্ন্যাসধারণের সময় পূর্ব্বাশ্রমের সহিত পূর্ব্বনাম, অর্থাৎ

(ক) ভক্ষ্যং ভোজ্যঞ্চ পেয়ঞ্চ যদ্যদিষ্টং সুপর্ব্বণাম্।
অগ্নৌ হুতেন হবিষা তৎ সর্ব্বং লভতে দিবি॥
দোগ্ধ্রী ধেনুর্যথা নীতা দুঃখদা গৃহমেধিনাম্।
তথৈব জ্ঞানবান্ বিপ্রো দেবানাং দুঃখদো ভবেৎ॥
শিবগীতায়াম্।

যতিরয়মস্মিন্ বাসংসুখেন তনুকালমকৃত রেবায়াঃ।
পরিসরগে সুস্থানে বিদিতশিবনিজাত্মতাদাত্ম্যঃ ॥ ৮৬ ॥
নিরবধিমহিমস্থানং যৎকাশীতি শ্রুতৌ গীতম্।
তত্রাথাগাদ্বিদ্বান্ স যতিঃ স্মরণীয়সচ্চরিতঃ ॥ ৮৭ ॥
নিবাসমত্র কঞ্চিদেব সংবিধায় সোঽব্রজৎ
ফতেপুরাখ্যপত্তনান্তরালগাসনীপুরম্।
পরাত্মচিন্তনান্তরায়তামবেক্ষ্য জাহ্নবী-
তটে চ দণ্ডসংজ্ঞকং স্বলক্ষণং তদা জহৌ ॥ ৮৮ ॥

অন্বয়ার্থঃ।

পিতৃকৃত মতিরাম-নামও ত্যাগ করিলেন; যদিও স্বামী তুরিয়াবস্থা (ক) (সন্ন্যাস) প্রাপ্ত হওয়ায়, বাণী ও মনের অগম্য হইয়াছিলেন, তথাপি (তাঁহার ভক্তজনের স্মরণ করিবার জন্য) শ্রীভাস্করানন্দ সরস্বতী, এই নাম ধারণ করিলেন ॥ ৮৫ ॥

শিব এবং স্বীয় আত্মার অভেদজ্ঞান অনুভব করতঃ এই যতি, কিছুকাল রেবা নদীর সমীপবর্ত্তী উজ্জয়িনী নগরীতে সুখে বাস করিয়াছিলেন ॥ ৮৬ ॥

বেদে যে স্থানের মহিমা অনন্ত বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে সেই কাশীধামে, যতিপতি অতঃপর আসিয়া উপস্থিত হয়েন। তাঁহার পুণ্যময় চরিত্র স্মরণেও লোকের মঙ্গল হয় ॥ ৮৭ ॥

স্বামীজী কাশীপুরীতে অল্পকাল বাস করিয়া, জেলা ফতে-

(ক) তুরীয়াবস্থা-পদে চতুর্থ অবস্থা বুঝায়, চতুর্থ অবস্থা সন্ন্যাস হইতে পারে, এবং জাগ্রৎ স্বপ্ন সুষুপ্তির পর যে তুরীয় অবস্থা, তাহাও বুঝাইতে পারে।

মূর্দ্ধা যস্য নিরূপ্যতে শ্রুতিগণৈর্দ্যৌর্ব্বহ্নিরাস্যং দৃশৌ
সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ চ খং নিগদিতং নাভিঃ পদে ভূরিয়ম্।
তস্যেশস্য পরং মহো হৃদি দধৎ সম্পাবনং দেহিনাং
তস্মাৎ কান্‌হপুরং স্বতন্ত্রগতিকঃ সম্প্রাপ্তবান্ যুক্তধীঃ ॥৮৯

তত্র কান্যকুব্জবংশসম্ভবো মহীসুরো
রামচরন্‌নামকঃ সমাগমং গতোঽমুনা। *
সেবতেঽস্য যোঽনিশং তদাদি পাদপঙ্কজ-
স্ত্যক্তদেবতান্তরং মহীভৃতাং কথৈব কা ॥ ৯০ ॥

---

* রামচরন্ ইতি তৎপিত্রোরুচ্চরিতানুকরণ-মেতদিতি সাধু।

অন্বার্থঃ।

পুরের অন্তর্গত অসনীপুর গ্রামে গমন করেন, তথায় গঙ্গাতটে সন্ন্যাস-আশ্রমের চিহ্ন দণ্ড পর্য্যন্তও পরিত্যাগ করিলেন, কেন না, তিনি দেখিয়াছিলেন যে, সাবধান পূর্ব্বক উহা ধারণ করিতে হইলে, আত্মচিন্তনের ব্যাঘাত জন্মে ॥ ৮৮ ॥

বেদসমূহ, স্বর্গকে যে দেবতার মস্তক, অগ্নিকে যাঁহার মুখ, সূর্য্য ও চন্দ্রকে যাঁহার চক্ষু, আকাশকে যাঁহার নাভি, এবং পৃথিবীকে যাঁহার চরণ বলিয়া নিরূপিত করিয়াছে সেই পরমেশ্বরের জগৎ-পাবন পরমোৎকৃষ্ট-তেজ হৃদয়ে ধারণ করত, অনন্তচেতা মহাত্মা যতিপতি যদৃচ্ছা ক্রমে অসনীপুর হইতে কানপুর নগরীতে আগমন করিলেন ॥ ৮৯ ॥

কানপুর নগরীতে কান্যকুব্জ বংশোদ্ভব রামচরণ নামক এক ব্রাহ্মণ স্বামীজীর শরণাপন্ন হয়েন, ইনি তদবধি আজি পর্য্যন্ত,

গয়াদত্তনামা স লব্ধপ্রতিষ্ঠো-
হস্যপাদাম্বুজে জাতভক্তিশ্চ তত্র।
স তাভ্যাং সহৈব প্রয়াতঃ স্বজন্ম-
স্থলীং তাং বিলোক্যৈব ভূয়ো নিবৃত্তঃ ॥ ৯১ ॥
কৌপীনং স চ কেবলং যতিপতির্ব্বিভ্রদ্দ্যুনদ্যাস্তটে
ধ্যায়ঞ্জ্যোতিরখণ্ডমাদ্যমনঘং তৎ সূর্য্যকোটিপ্রভম্।
দূরত্যক্তসমস্তচাটু-কটুকো বর্ষাতপাদিষ্বপি
ছায়ামপ্যনুপাশ্রয়ন্ সুবিচরন্ কালং ব্যনৈষীচ্চিরম্ ॥৯২॥

অন্বয়ার্থঃ।

দেবতান্তরের উপাসনা পরিত্যাগ করিয়া, স্বামীজীর চরণকমল সেবা করিতেছেন ইহাঁর এতদূর ভাগ্যোদয় যে রাজাদিগের সহিত ইহাঁর তুলনাই হয় না ॥ ৯০ ॥

গয়াদত্ত নামে এক জন লব্ধপ্রতিষ্ঠ (ক্ষত্রিয়) শ্রীভাস্করানন্দ স্বামীজীর পদাম্বুজের ভক্ত হইল, স্বামীজী এই দুই সেবক সঙ্গে লইয়া, কানপুর হইতে স্বীয় জন্মস্থলী (ক) দেখিবার জন্য গমন করেন, এবং জন্মস্থলী দর্শন করিয়াই কানপুরে প্রত্যাগমন করেন ॥ ৯১ ॥

সেই যতিপতি কৌপীনমাত্র ধারণ করিয়া, কোটিসূর্য্যপ্রকাশ-স্বরূপ, নির্ম্মল, সর্ব্বব্যাপক, সকলের আদিভূত, তেজোময় মূর্ত্তির ধ্যান করতঃ, প্রিয় ও অপ্রিয়ভাষণ পরিত্যাগ পূর্ব্বক,

---

(ক) মৈথেলাল পুর ১০ শ্লোক দেখুন।

এবং স তীর্থানি মহীতলান্ত-
র্গতানি সর্ব্বাণি দদর্শ বিদ্বান্।
অশেষসঙ্কল্পবিকল্পহীনঃ
ক্ষেত্রং হরিদ্বারমথাশ্রিতোঽভূৎ ॥ ৯৩ ॥
তত্র পাটলিপুত্রান্তরাঘোপুরনিবাসবান্।
অনন্তরামনামাসীচ্ছাকদ্বীপী দ্বিজঃ সুবিৎ ॥ ৯৪ ॥
তস্মাদধীতবাংস্তত্র প্রস্থানত্রিতয়ীময়ম্।
নিগূহন্তি সদাত্মানং জ্ঞানিনো বহুচেষ্টিতৈঃ ॥ ৯৫ ॥

অন্বয়ার্থঃ।

(অর্থাৎ মৌনাবলম্বন করিয়া) বর্ষা গ্রীষ্মাদি ঋতুতেও ছায়ার আশ্রয় পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিয়া, গঙ্গাতটে বিচরণ করতঃ দীর্ঘকাল অতিবাহিত করিলেন ॥ ৯২ ॥

এই প্রকারে, ইনি বর্ষাতপাদির ক্লেশ সহ্য করতঃ সমস্ত তীর্থ পর্য্যটন করিয়াছিলেন অবশেষে, সঙ্কল্প-বিকল্প রহিত স্বামীজী হরিদ্বারক্ষেত্রে আশ্রয় করিয়াছিলেন ॥ ৯৩ ॥

ঐ স্থানে পাটলিপুত্র (পাটনা) জেলার অন্তর্গত রাঘোপুর-গ্রামনিবাসী বিদ্বান্ শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণ অনন্তরাম নামক এক পণ্ডিত ছিলেন ॥ ৯৪ ॥

তাঁহার নিকট হইতে প্রস্থানত্রিতয়ী অর্থাৎ শারীরকভাষ্য, গীতাভাষ্য, উপনিষদ্ভাষ্য অধ্যয়ন করিলেন। যদিও স্বামীজী সর্ব্বজ্ঞ ছিলেন, তথাপি অধ্যয়ন করিবার কারণ এই যে,

এবং যাতাঃ প্রশমনিরতস্তাস্ত সংবৎসরাস্ত
চত্বারিংশৎ পুনরপি তথা জাহ্নবীতীরমার্গঃ।
ধ্যায়ন্ধ্যায়ং সততমখিলাধীশতত্ত্বং স যোগী
মূর্ত্তং ব্রহ্ম স্মরহরপুরীং প্রাপ্তবান্ প্রাপ্ত্যনীহঃ ॥ ৯৬ ॥
সন্ন্যাসাৎ পরতস্ত্রয়োদশসমাঃ স প্রাজ্ঞবর্য্যোঽহনিশং
সর্ব্বাণ্যেব তপাংসি দুষ্কৃততমান্যাসেবতাতিক্ষমঃ।
আনন্দোপবনেঽধিকাশি বিদিতাদ্দুর্গালয়াৎ প্রাক্ স্থিতে
প্রাপ্তাশেষসুবিজ্ঞকামিতপদঃ কৌপীনমপ্যত্যজৎ ॥ ৯৭ ॥

অস্যার্থঃ।

জ্ঞানিগণ বহুবিধ উপায় দ্বারা সর্ব্বদা স্বীয়রূপ প্রচ্ছাদন করিয়া রাখেন "জানন্নপি হি মেধাবী জড়বল্লোক আচরেৎ" ॥ ৯৫ ॥

এই প্রকারে গঙ্গাতটে বিচরণ করিতে করিতে শান্তিমার্গ-নিরত স্বামীজীর চত্বারিংশৎ (৪০) বর্ষ বয়ঃক্রম অতীত হইল। অতঃপর বাসনারহিত সেই যোগীপুরুষ, জগদীশ্বরতত্ত্ব সতত ধ্যান করিতে করিতে, মূর্ত্তিমান ব্রহ্মস্বরূপে কাশীপুরীতে উপনীত হইলেন ॥ ৯৬ ॥

প্রাজ্ঞবর যতিপতি সন্ন্যাস ধারণ করিয়া ত্রয়োদশ বর্ষ অলৌকিক সহিষ্ণুতা সহকারে অত্যন্ত দুষ্কর তপঃ আচরণ করিলেন, এবং সুবিজ্ঞদিগের বাঞ্ছিত পদ (ক) প্রাপ্ত হইয়া, কাশীর প্রসিদ্ধ দুর্গামন্দিরের পূর্ব্বভাগস্থিত আনন্দোপবনে

(ক) অর্থাৎ পরমাত্মস্বরূপ লাভরূপ পরমহংস পদ।

চত্বারিংশত্তমে বর্ষে জন্মুষঃ স যতীশ্বরঃ।
কাশিকামাগতো ভূয়স্ততশ্চাত্রৈব বর্ত্ততে॥ ৯৮॥

আনন্দস্য বনং গিরীশনগরী গীতা পুরাবিত্তমৈ-
রানন্দোপবনঞ্চ তৎ প্রবিদিতং তস্যাং যথার্থাহ্বয়ম্।
মাত্রাং যস্য সমাশ্রয়ন্তি সকলানন্দাস্তদানন্দযুক্
সানন্দং কুরুতে স তত্র বসতিং শ্রীভাস্করানন্দবিৎ॥৯৯॥

তস্য স্তবস্পরমপুরুষতাং গতস্য
যৎ প্রাণিনো বিদধতে কিমু তত্র চিত্রম্।

অন্বার্থঃ।

অর্থাৎ আনন্দবাগ, নামক উদ্যানে কৌপীন পর্য্যন্তও পরিত্যাগ করিলেন॥ ৯৭॥

এই যতীশ্বর, চত্বারিংশত্তম বর্ষ বয়ঃক্রমকালে, দ্বিতীয়বার কাশীতে আসিলেন, এবং তদবধি অদ্যাপিও এই স্থানেই অবস্থান করিতেছেন॥ ৯৮॥

পুরাবিত্তম অর্থাৎ ব্যাসাদি মহর্ষিগণ কাশীপুরীকে আনন্দবন বলিয়াছেন, সেই কাশীধামের অন্তর্গত নামানুরূপ আনন্দবাগ নামে বিখ্যাত উদ্যান আছে। যে আনন্দের লেশমাত্রে জগৎ সংসারে আনন্দ উপলব্ধি হয়, সেই আনন্দ-স্বরূপে নিমগ্নচেতা পরম জ্ঞানী শ্রীভাস্করানন্দ স্বামী সম্প্রতি উক্ত আনন্দবাগ নামক উদ্যানে পরমানন্দে বাস করিতেছেন॥ ৯৯॥

আনন্দবেগপুলকায়িতমঞ্জরীকা-
স্তং ভূরুহা অপি শকুন্তরুতৈঃ স্তুবন্তি ॥ ১০০ ॥
তস্মিন্ন কেবলময়ং বিপিনান্তরালে
ধ্যানাবধানহৃদয়েঙ্কিতদীপ্তিরস্তি।
তচ্ছান্তিসংযম-সমাক্রম-শান্তচিত্তা
আভান্তি কিন্তু মুনয়স্তরবোঽপি তত্র ॥ ১০১ ॥
হংসাবলীধবলধাম মনোভিরামং
কাসং ন তত্র কুরুতে নবমল্লিকানাম্।
সূনং ন চিত্রমিদমত্র বিভাবয়ন্তে
নূনং জনা যদিহ কামরিপোরভেদঃ ॥ ১০২ ॥

অন্তার্থঃ।

লোকে যে পরমেশ্বর স্বরূপ প্রাপ্ত স্বামীজীর স্তুতি করিবে, তাহাতে বিচিত্রতা কি? বৃক্ষ সকলও আনন্দবেগে মঞ্জরীরূপ রোমাঞ্চ ধারণ করিয়া, পক্ষীদিগের মধুর রব-দ্বারায় ইঁহার স্তুতি করিয়া থাকে ॥ ১০০ ॥

এই আনন্দবাগে স্বামীজী নিজেই যে কেবল একাগ্রচিত্তে পরমেশ্বরের ধ্যান করিতেছেন, এরূপ নহে। অত্রস্থ বৃক্ষ সকলও তাঁহার (স্বামীজীর) শম, দমাদিগুণ প্রভাবে শান্তচিত্ত মুনিগণের ন্যায় প্রকাশ পাইতেছে ॥ ১০১ ॥

এই উদ্যানে হংসাবলী-ধবল-কান্তি মনোহর ভবন সকল বিরাজিত আছে, এবং নব মল্লিকার মনোহর কুসুম ও বিকসিত হইতেছে কিন্তু তথায় আগন্তুকের মনে যে, কামভাবের উদয় হয়

বিকসৎকুসুমং সু-রবচ্ছকুনং
প্রচলত্তরুকং প্রবলৎসুকৃতম্।
বিলসন্মুনিসংঘমনোবিভবং
বনমেনমসেবত চিত্রকথম্॥ ১০৩॥ *

কুসুমে কুসুমে শকুনে শকুনে
ক্ষিতিজে ক্ষিতিজে মনুজে মনুজে।
অবধূততমোংশরজোংশচয়ং
রজ এব বিরাজতি তস্য পদঃ॥ ১০৪॥

অগুণোঽপি গুণী ন ধনী ক্ষিতিপাল-
সহস্রনিষেবিতপাদরজঃ।

---

* চিত্রকথম্ সুন্দরত্বেন প্রসিদ্ধং তদ্বনম্।

অস্যার্থঃ।

না, তাহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে; কেননা, কামরিপু শিবের অভেদ স্বরূপ শ্রীস্বামীজী ঐ স্থানে বিরাজমান রহিয়াছেন॥ ১০২॥

নানাবিধ পুষ্প বিকসিত হইয়া, পক্ষী সকল সুমধুর ধ্বনি করিয়া, বৃক্ষ সকল বিকম্পিত হইয়া, পুণ্য বর্দ্ধিত হইয়া, এবং মুনিজনের অন্তরের ধন ভগবদ্ভাব উল্লসিত হইয়া, এই অদ্ভুত বন স্বামীজীর সেবা করিতেছে॥ ১০৩॥

এই বনের প্রতি পুষ্পে, প্রতি পক্ষীতে, প্রতি বৃক্ষে, এবং প্রতি মনুষ্যে, রজঃ ও তমোগুণ বিদূরিত হইয়া, স্বামীজীর পদরজঃ বিরাজ করিতেছে। (অর্থাৎ এই বনে প্রত্যেক বস্তুতে সাত্ত্বিক ভাবের বিকাশ অনুভূত হইয়া থাকে॥ ১০৪॥

অপটোঽপি সমস্তদিগন্তপটোঽতি-
বিচিত্রচরিত্রবিভূতিরয়ম্ ॥ ১০৫ ॥

বৃতশাস্ত্রগতিঃ পরমার্থমতিঃ
* পদকঞ্জ-নমদ্বসুধাধিপতিঃ।
স্মিততোষিতসর্ব্বমনুষ্যততি-
র্যতিরাত্মনি রজ্যতি পুণ্যকৃতিঃ ॥ ১০৬ ॥

কুসুমেষু মহেষু বৃতে বিজনে
কলহংসজয়দ্-বনিতাগমনে।
মৃদুশীতসুগন্ধিচলৎপবনে
নহি কোঽপি প্রমাদ্যতি তত্র বনে ॥ ১০৭ ॥

---

* কঞ্জং পদ্মং। পদকঞ্জে চরণারবিন্দে নমন্তো বসুধাধিপতয়ো যস্য তথাভূতঃ।

অস্যার্থঃ।

স্বামীজীর আর এক আশ্চর্য্যময় চরিত্র ও ঐশ্বর্য্য এই যে, যদিও তিনি গুণাতীত, তথাপিও গুণবান। ধন কিছুই নাই, অথচ সহস্র ভূপালবৃন্দ তাঁহার পদসেবা করিতেছেন। বস্ত্ররহিত হইয়াও দশ দিকই তাঁহার বস্ত্র স্বরূপ হইয়াছে ॥ ১০৫ ॥

যাঁহার সকল অনুষ্ঠানই শাস্ত্রবিধি বিহিত, পরমার্থতত্ত্বে যাঁহার বুদ্ধি অচলা, নরপতিগণ চরণসেবা করিলেও যিনি ইতর সাধারণ সমস্ত লোককে সমভাবে, স্মিত হসিত দ্বারা পরিতৃপ্ত করিয়া থাকেন, সেই পুণ্যচরিত যতিপতি আপনি আপনার চিন্তায় অনবরত বিভোর হইয়া থাকেন ॥ ১০৬ ॥

যে বন, কামদেবের কুসুম শরে পরিব্যাপ্ত, রাজহংস-বিনি-

কলিকালকরালমুখাতিবিভীত-
মুমুক্ষুসুরক্ষণদক্ষদয়ঃ।
স চ পুত্রকলত্রসুখৈষিজনার্থ-
কৃতে ননু কল্পতরোরুদয়ঃ॥ ১০৮॥
শিব এব জগৎত্রিতয়ীজনকঃ
করুণেক্ষণদত্তসুরেন্দ্রপদঃ।
পদসেবি-সরোজভবা-দিসুরো
নিজভূতিবিভূষিতনৈজপুরঃ॥ ১০৯॥

অন্বয়ার্থঃ।

ন্দিত-গতি কামিনীদিগের আগমনে সুশোভিত, মৃদুশীতল ও সুগন্ধি সমীরণে আমোদিত, বিজন অর্থাৎ বহুজন সমাগম শূন্য সেই আনন্দবাগে উদ্দীপক বস্তু সকল বিদ্যমান থাকিলেও স্বামিজীর অদ্ভুত প্রভাব বশতঃ কেহই বিচলিত ভাবাপন্ন হয়েন না॥ ১০৭॥

কলিকালের অতি ভীষণ মুখব্যাদানে ম্রিয়মান মুমুক্ষুদিগের রক্ষার জন্য স্বামিজী সততই দয়াবান্, অথচ স্ত্রী পুত্রাদি লইয়া সংসার সুখে সুখী হইতে যাঁহাদিগের অভিলাষ তাঁহাদিগের পক্ষে কল্পতরু স্বরূপে বিরাজিত রহিয়াছেন॥ ১০৮॥

যাঁহার কৃপাকটাক্ষে ইন্দ্রের ইন্দ্রত্বগৌরব, পদ্মযোনি (ব্রহ্মা) আদি দেবগণ যাঁহার চরণ সেবা করেন, সেই জগৎ ত্রিতয়ের মহেশ্বরই স্বামিজী স্বরূপে (নিজপুরী) কাশীধামকে সুশোভিত করিতেছেন॥ ১০৯॥

অণিমাদিকসিদ্ধিচয়া নিখিলা
ননু যস্য দৃগঞ্চিতপক্ষ্মভবাঃ।
স রমেশ-দৃগর্চ্চিতপাদযুগো
গিরিশঃ স্মৃতিমেতি তদীক্ষণতঃ ॥ ১১০ ॥
তমারাদ্ধুং গচ্ছৎ ক্ষিতিপতিশিরঃসঙ্গবিলসৎ-
কিরীটপ্রোতোদ্যন্মণিকিরণচিত্র স্তরুচয়ঃ।
অভূদ্ যদ্ ভূপানামনুগতরমা ভূষণরুচি-
র্ন তচ্চিত্রং যোগেঽনুচরতি যতঃ সিদ্ধিনিবহঃ॥১১১॥

অন্বয়ার্থঃ।

(ক) স্বামিজীকে দর্শন করিলে, বোধ হয় যেন ইনিই সেই মহেশ্বর যাঁহার নেত্র-পক্ষ্ম-সঞ্চালনে অণিমাদি সকল সিদ্ধিই লাভ হইয়া থাকে, ইনিই সেই মহেশ্বর যাঁহার চরণ যুগলে, একদিন লক্ষ্মীপতি বিষ্ণু নিজনেত্র-কমল অর্পণ করিয়া, পূজা করিয়াছিলেন ॥ ১১০ ॥

স্বামিজীর আরাধনার্থ আগত রাজগণের শিরোমুকুট প্রোথিত উজ্জ্বল মণি কিরণে বিভূষিত হইয়া, এই উদ্যানস্থিত বৃক্ষগণ যে রাজানুগত লক্ষ্মীশ্রী ধারণ করিয়া থাকে তাহা কিছু

(ক) কোন সময়ে সহস্র কমলদ্বারা শিবপূজা করিতে প্রবৃত্ত হইয়া বিষ্ণু দেখিলেন যে তাঁহার একটী কমলের অভাব হইতেছে আবশ্যকীয় কমলের আহরণ করিবার অবসর নাই, কারণ তাহা হইলে আরব্ধ পূজার ব্যাঘাত হইবে, এই অবস্থায় পদ্মপলাশলোচন নিজের একটী চক্ষু দ্বারা পদ্ম সহস্রের সংখ্যা পূরণ করিয়াছিলেন।

এবং তত্র নিবাসমস্য দধতো যাতাঃ সমা বিংশতিঃ
প্রাপ্তঃ ষষ্টিতমশ্চ দীর্ঘতপসঃ সংবৎসরো জন্মভঃ।
দৃষ্ট্বা দর্শনকাঙ্ক্ষিবিশ্বজনতাসম্মর্দ্দকোলাহলং
বিক্ষেপং রহসি স্থিতিং স বিদধে লোকাগতিঞ্চারুণৎ ॥১১২॥
কীর্ত্তিমরালিকয়াতিবিনোদিত-নাকবিলাসবতীকঃ
প্রভু-নারায়ণসিংহমহোদয়কাশীধরণিনরেশঃ।

অন্বয়ার্থঃ।

বিচিত্র নহে কারণ সকল সিদ্ধিই যোগের বশীভূত অর্থাৎ অণিমাদি সিদ্ধি যোগী পুরুষকে স্বতঃই সেবা করিয়া থাকে ॥ ১১১ ॥

(ক) বিংশতি বৎসর অতীত হইল স্বামিজী এই ভাবে কাশীধামে বাস করিতেছেন। দীর্ঘতপাঃ স্বামিজীর বয়ঃক্রম এখন (অর্থাৎ এই শ্লোক রচনা সময়ে) ষষ্টিতম বৎসর হইয়াছে। দর্শনাকাঙ্ক্ষী লোক সমূহের অত্যন্ত জনতা ও কোলাহলে তাঁহার কার্য্যের বিঘ্ন হওয়াতে তিনি নির্জনে বাস করিতেছেন এবং তাঁহার নিকট জনসাধারণের যাতায়াত বন্ধ করিয়াছেন॥ ১১২ ॥

(ক) এই শ্লোক প্রায় ৬। ৭ বৎসর হইল বিরচিত হইয়াছে অতএব স্বামিজীর বয়স এখন ৬৬ হইতে ৬৮ বৎসরের মধ্যে হইবে।

এস্থলে ইহাও বলা আবশ্যক যে আপাততঃ স্বামিজীকে দর্শন করিবার জন্য সকলেরই অবারিত দ্বার উক্ত শ্লোকে বর্ণিত অবস্থার এখন পরিবর্ত্তন হইয়াছে।

নিজধাম্নি স্মরণার্থমমুষ্য মনোরমকামদমূর্ত্তিং
রক্ষতি সাদরমেবমুপৈতি ন কোঽত্র মনোরথপূর্ত্তিম্ ॥ ১১৩॥
বড়হরনগরাধীশা রাজ্ঞী সা বেদশরণকুঁঅরিঃ।
শিবমন্দিরযুতভবনেঽতিষ্টিপদস্যাদ্ভুতাম্ মূর্ত্তিম্ ॥ ১১৪ ॥

এতস্য মূর্ত্তি-মবনীপবরোঽপ্যমৈঠী-
রাজো বিলাসবিপিনে ভবনং বিধায়।
শ্রীলালমাধবনৃসিংহনিরস্তশত্রু-
রস্থাপয়ৎ সবিধি সম্যগপূপুজচ্চ ॥ ১১৫ ॥

অস্যার্থঃ।

যাঁহার কীর্ত্তিরূপ হংসীগণের সহিত স্বর্গীয়া রমণীগণ ক্রীড়া করিয়া থাকে, সেই কাশীনরেশ প্রভু নারায়ণ সিংহ বাহাদুর, উক্ত স্বামীজীর মূর্ত্তি স্মরণ করিবার জন্য আপন গৃহে মনোহর কামদমূর্ত্তি রাখিয়াছেন। এরূপ অনুষ্ঠান দ্বারা কাহার না অভীষ্ট সিদ্ধি হইয়া থাকে ? ॥ ১১৩ ॥

বেদশরণকুঁঅরিনাম্নী বড়হরনগরের রাণীও শিবমন্দিরযুক্ত ভবনে ইহাঁর সুন্দর মূর্ত্তি স্থাপন করিয়া বিধিপূর্ব্বক পূজা করাইতেছেন ॥ ১১৪ ॥ (ক)।

শত্রুবিজয়ী শ্রীলালমাধব সিংহ অমৈঠিরাজ বিলাস উদ্যানে মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া স্বামীজীর মূর্ত্তি স্থাপিত করিয়াছেন, এবং বিধিবৎ পূজাও করাইতেছেন ॥ ১১৫ ॥

(ক) কাশীধামে দুর্গাবাটীর কিঞ্চিদুত্তরে এই মনোহর মন্দির আছে, তথায় শ্বেত মর্ম্মর প্রস্তরে গঠিত স্বামিজীর প্রতিমূর্ত্তির পূজা হইয়া থাকে।

নাগোধভূপরিবৃঢ়ঃ স বদান্যবীরঃ,
শ্রীযাদবেন্দ্রনৃপতিঃ কবিকৈরবেন্দুঃ।
তৎস্বামিনাং চরণবারিজ-সক্তচিত্ত-
স্তন্মূর্ত্তিমাত্মগৃহদৈবতমাব্যধত্ত ॥ ১১৬ ॥

শূরো বিজ্ঞঃ কুলীনঃ প্রভুরপি ধরণের্যশ্চ চন্দাপুরস্থ
প্রত্যব্দং কাশিকায়াং বিতরতি সদসি প্রাজ্ঞবর্য্যে ধনং যঃ।
যো বা শ্লাঘ্যৈর্গুণৌঘৈরতিজয়তি জগন্মোহনঃ সোঽপি সিংহ-
স্তৎপাদাম্ভোজযুগ্মস্মৃতিসুখনিভৃতোদঞ্চিতাঙ্গং বিভর্ত্তি ॥১১৭॥

এবমস্য বহবো নরনাথাঃ পূজনায় ভবনোপবনাদৌ।
শাস্ত্রদৃষ্টবিধিনা প্রতিমাং স্বে স্থাপয়ন্তি বহুমানভৃতঃ স্ম॥১১৮॥

অন্বার্থঃ।

কবিরূপ কুমুদকুল প্রকাশে ইন্দু সদৃশ, বদান্যাগ্রগণ্য সুবিখ্যাত মহারাজ নাগোধাধিপতি শ্রীযাদবেন্দ্র সিংহ স্বামীর চরণারবিন্দে আসক্তসিত্ত হইয়া, স্বগৃহে তাঁহার মূর্ত্তি সংস্থাপিত করাইয়া গৃহদেবতার ন্যায় নিত্য পূজা করিয়া থাকেন ॥ ১১৬ ॥

বীর, বিজ্ঞ, কুলীন চন্দাপুরের রাজা, (যিনি প্রতি বৎসর কাশীতে সভা করিয়া পণ্ডিতগণকে ধন বিতরণ করিয়া থাকেন), এবং সর্ব্বত্রই যাঁহার গুণশ্লাঘা শ্রবণ করা যায়, সেই জগন্মোহন সিংহের স্বামিজী-চরণে এতদূর ভক্তি যে স্বামিজীর স্মৃতিমাত্রে তাঁহার অঙ্গ পুলকে রোমাঞ্চিত হইয়া উঠে ॥ ১১৭ ॥

এই প্রকারে পূজা করিবার অভিপ্রায়ে রাজগণ স্ব স্ব গৃহ

বারাণস্যাং ব্রহ্মনালান্তরাল-
স্থায়ী শ্রীমান্ শীতলাদিপ্রসাদঃ।
তারুণ্যাপ্ত-স্তত্তনুজোঽপ্যকস্মাৎ
প্রাসাদস্থোঽভূর্দ্ধতঃ কাপ্যপপ্তৎ ॥ ১১৯ ॥
মূর্চ্ছাং প্রাপ ত্যক্ততজ্জীবনাশাঃ
সর্ব্বেঽভূবন্ স্নেহিবর্গাঃ সমন্তাৎ।
তস্মিন্ কালে তৎপিতা স্বামিসেবী
তূর্ণং গত্বা তং সমাচষ্ট সর্ব্বম্ ॥ ১২০ ॥
শ্রুত্বা তেন ব্যাহৃতং স্বামিবর্য্যাঃ
সাশীঃ প্রাহুঃ পাদনির্ণেজনং স্বং।
পিত্রানীতস্যাস্য পাদোদকস্য
পানাদ্বালো নষ্টসর্ব্বব্যথোঽভূৎ ॥ ১২১ ॥

অন্বয়ার্থঃ।

ও উপবনাদিতে শাস্ত্রানুযায়ী বিধি অনুসারে অতি যত্নসহকারে ইঁহার প্রতিমূর্ত্তি স্থাপন করিয়াছেন ॥ ১১৮ ॥

কাশীতে ব্রহ্মনাল মহল্লা নিবাসী শ্রীমান্ শীতলাপ্রসাদের প্রাপ্তবয়স্ক পুত্র অকস্মাৎ প্রাসাদের অতি উচ্চস্থান হইতে পতিত হইয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়ে, আত্মীয়েরা সকলেই তাহার জীবনে নিরাশ হইয়াছিলেন। লালা শীতলাপ্রসাদ স্বামীজীর সেবক, তিনি অবিলম্বে স্বামিজীর নিকট উপস্থিত হইয়া সমস্ত বৃত্তান্ত নিবেদন করিলেন ॥ ১১৯ ॥ ১২০ ॥

লালা শীতলাপ্রসাদের কথা শ্রবণ করিয়া, স্বামীজী আশীর্ব্বাদ

সপুত্রশীতলাপ্রসাদপ্রাড়্‌বিবাকজীবনং
দদৌ যতিঃ স্বতেজসাস্ত্যতোঽধিকং কিমদ্ভুতম্।
বহূন্যমূদৃশানি দুষ্করাণি মানবা ভুবি।
যতের্ম্মহাদ্ভুতানি সিদ্ধিদানি বর্ণয়ন্ত্যহো ॥ ১২২ ॥

তাতশ্চাস্য পবিত্রচারুচরিতঃ কাশ্যাং শিবত্বং গতঃ
পত্নী তস্য তপোময়ী ভগবতী জ্যোতিস্তদীয়ং শ্রিতা।
মাতা চাস্য হিমালয়ে বদরিকাক্ষেত্রে তপোরূপিণী
ধ্যায়ন্তী পরমেশ্বরং মধুরিপুং বৈকুণ্ঠলোকং গতা ॥ ১২৩ ॥

অন্বয়ার্থঃ।

পূর্ব্বক স্বীয় পাদোদক প্রদান করিলেন, এবং শীতলাপ্রসাদ ঐ পাদোদক আনিয়া পান করাইলে, বালকের সমস্ত ব্যথা দূর ও চৈতন্যলাভ হইল ॥ ১২১ ॥

স্বামীজী আপন তেজঃপ্রভাবে সপুত্র শীতলাপ্রসাদের জীবনদান করিলেন, ইহা অপেক্ষা আশ্চর্য্যের বিষয় আর কি হইতে পারে? স্বামীজীর চরিত্রসম্বন্ধে এইরূপ অনেক দুষ্কর ও সিদ্ধিপ্রদ অদ্ভুত ঘটনার বিবরণ শুনিতে পাওয়া যায় ॥ ১২২ ॥

স্বামীজীর পিতা অতি পবিত্রচরিত ও সুন্দর প্রকৃতির লোক ছিলেন তিনি কাশীধামে শিবত্ব প্রাপ্ত হন। তপোময়ী ভগবতী স্বামিজীর পত্নী (কাশীধামে) দেহত্যাগ করত ইঁহারই জ্যোতিতে লয় পাইয়াছেন। তপোরূপিণী স্বামিজীর মাতা, হিমালয়ে বদরিকাশ্রমে মধুরিপুর ধ্যান করিতে করিতে বৈকুণ্ঠলোকে গমন করিয়াছেন ॥ ১২৩ ॥

বিভ্রত্তীর্থগণেশ্বরে নিবসতিং কায়স্থবংশোদ্ভবো-
মোজঃফর্‌পুর্‌পত্তনাঙ্কবিলসদ্‌গ্রামাবলীশালিনঃ।
স্বামী নান্‌পুরস্থ রায়পদযুগ্‌রুদ্রপ্রসাদাভিধ-
স্তীর্থানামটনেন শুদ্ধহৃদয়ো মুক্তোঽবিমুক্তেঽভবৎ॥১২৪॥ *
তদাত্মজঃ সদ্‌গুণশীলশালী শ্রীমান্ মহাদেবপ্রসাদনামা।
অপারসংসারমিমং তরীতুং ন্যবন্ধয়ৎ পুণ্যচরিত্রমেতৎ॥১২৫॥
পূর্ণা চান্দ্রীকলা বা দিশি দিশি লহরী ক্ষীরসিন্ধূত্থিতা বা
কুন্দালীমালিকা বা শিবনিলয়গিরেঃ কান্তিরেবোদ্গতা বা।
হংসীনাং সংহতির্ব্বেত্যবনিতলবুধৈস্তর্ক্যতে যস্য কীর্ত্তিঃ
সোঽয়ং লক্ষ্মীশ্বরাখ্যো জগতি বিজয়তে নায়কস্তীরভুক্তেঃ॥১২৬

---

* অবিমুক্তে কাশীক্ষেত্রে, শিবেন কদা-প্যপরিতক্তত্বাদ্ অবিমুক্তং কাশীক্ষেত্রম্।

অস্যার্থঃ।

কায়স্থবংশজ, প্রয়াগনিবাসী, মোজঃফরপুরের অন্তর্গত, পরগণে নানপুরের ভূস্বামী, চৌধুরী রুদ্রপ্রসাদ রায় বাহাদুর, তীর্থপর্য্যটন দ্বারা বিশুদ্ধচিত্ত হইয়া, অবিমুক্ত ক্ষেত্র কাশীধামে মুক্তিলাভ করেন। তাঁহার পুত্র সৎগুণ ও সৎস্বভাবশালী শ্রীমান্ মহাদেব প্রসাদজী, অপার সংসার হইতে উত্তীর্ণ হইবার মানসে এই পুণ্যচরিত্র রচনা করাইয়াছেন॥ ১২৪ ॥ ১২৫ ॥

পৃথিবীতলস্থিত পণ্ডিতগণ যাঁহার কীর্ত্তি সম্বন্ধে তর্ক করিয়া থাকেন যে, ইহা কি পূর্ণচন্দ্রের কলা, অথবা ক্ষীরসাগরোত্থিত তরঙ্গাবলি, কিংবা কুন্দপুষ্পের পঙ্‌ক্তি, কিংবা প্রস্ফুটিত মল্লিকা-

রাজত্তৎপাণিমন্দারচ্ছায়াসৎসঙ্গশীতলঃ।

সাম্বশম্ভোঃ পদাম্ভোজমকরন্দমধুব্রতঃ॥ ১২৭ ॥

চরিতমিদমুদারং সচ্চিদানন্দমূর্ত্তে-

র্যমিন ইতি পবিত্রং মানসে সংবিচিন্ত্য।

অকৃতশিবকুমারস্তন্নিবন্ধং স্বপিত্রো-

শ্চরণকমলপুণ্যধ্যানলব্ধাবলম্বঃ॥ ১২৮ ॥

ইতি শ্রীপরমহংসপরিব্রাজকাচার্য্য শ্রী ১০৮ ভাস্করানন্দস্বামি-জীবনচরিতং পণ্ডিতবরশিবকুমারশাস্ত্রি-বিরচিতং সমাপ্তং॥

অস্যার্থঃ।

রাশি, অথবা কৈলাস পর্ব্বতের উদ্গত কান্তি, কিংবা হংসীগণের সংহতি; সেই মিথিলাধিপতি মহারাজ লক্ষ্মীশ্বর সিংহ বাহাদুর জগতে বিজয় প্রাপ্ত হইতেছেন॥ ১২৬॥

মিথিলাধিপতির সুন্দর হস্তরূপ পারিজাতচ্ছায়ার সৎসঙ্গ দ্বারা সুশীতলান্তঃকরণ এবং মাতা ভগবতীর সহিত বর্ত্তমান শ্রীমন্মহেশ্বর চরণ-সরোজ-মকরন্দ-মধুব্রত পণ্ডিতপ্রবর শ্রীশিবকুমার মিশ্র, আপন পিতা মাতার পবিত্র চরণ-কমল ধ্যান করিয়া, সচ্চিদানন্দ-স্বরূপ পরিব্রাজক পুরুষের এই পবিত্র ও উদার চরিত্র রচনা করিয়াছেন॥ ১২৭॥ ১২৮॥

ইতি শ্রীপরমহংসপরিব্রাজকাচার্য্য শ্রী ১০৮ ভাস্করানন্দ স্বামীজীর জীবন-চরিতসংগ্রহ সমাপ্ত॥



ভাস্করানন্দাষ্টকম্।

শ্রীঃ পাতু

যো দেবমাদ্যং বরদং বরেণ্যং
সংচিন্ত্য ভোগে বিষয়ে বিরক্তঃ।
তং ভাস্করানন্দগুরুং মদীয়ং
চেতোবিশুদ্ধ্যৈ প্রণমামি ভক্ত্যা॥

কাশ্যাং প্রসাদেন বিরাজমান-
মানন্দকন্দং ভবরোগ-বৈদ্যং।
দিগ্বাসসং বাল-স্বভাব-যুক্তং
তং ভাস্করানন্দমহং নমামি॥ ২॥

শ্রীঅম্বিকাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় কৃত শ্রীভাস্করানন্দাষ্টকের বঙ্গানুবাদ।

শ্রীগুরুভাস্করানন্দ পদে বার বার।
ধুলি ধূসরিত অঙ্গে করি নমস্কার॥
যাঁহার অন্তর সদা বিষয়ে বিরত।
পরম-বরেণ্য-পদ-চিন্তায় নিরত॥
যাঁহার স্মরণে লোকে চিত্তশুদ্ধি পায়।
নমস্কার করি আমি সে গুরুর পায়॥

ভবরোগ শান্ত হয় যাঁহার দয়ায়।
বারাণসীধামে যাঁর মূর্ত্তি শোভা পায়॥

যো যুক্তি দৃষ্ট্যা বিষয়েষু দোষান্
পশ্যন্ সমস্তেষু হিতং বিচিন্বন্।
মগ্নোঽভবৎ যো পরমেকতত্ত্বে
তং ভাস্করানন্দমহং নমামি ॥ ৩ ॥
আস্তে প্রসিদ্ধো জগতীতলে কঃ ?
যস্যাত্র মূর্ত্তিঃ সুমহাদরেণ।
ভক্তৈঃ প্রতিষ্ঠাপ্যত অর্চ্চ্যতে বৈ
তং ভাস্করানন্দমহং নমামি ॥ ৪ ॥

সরল-বালকভাব দিগম্বর বেশ।
আনন্দের উৎস যিনি শ্রীগুরু বিশেষ ॥
শ্রীভাস্করানন্দ নামে ভক্তজনে জানে।
ভূয়ো ভূয়ো নমস্কার তাঁহার চরণে ॥

ভোগ বিষয়ে দোষ বিচার দৃষ্টিতে।
দেখি, সর্ব্বজন হিত শুভ বাসনাতে ॥
ঈশ্বরপরমতত্ত্বে সদা মগ্ন যিনি।
শিরোপরি ধরি তাঁর চরণ দুখানি ॥

এজগতে সুপ্রসিদ্ধ যতীশ্বর কই।
যাঁহার সুন্দরমূর্ত্তি নির্ম্মাইয়া ওই ॥
ভক্তিভাবে ভক্তজনে করিতেছে পূজা।
শ্রীভাস্করানন্দনাম যতি কুল রাজা ॥

যদ্দর্শনে কল্মষনাশমেতি
দেবাঃ প্রসন্নাঃ সকলা ভবেয়ুঃ।
কালোত্থতীব্রা নহি যত্র তাপা-
স্তং ভাস্করানন্দমহং নমামি ॥ ৫ ॥
দেবং গণেশং হরিমীশ্বরঞ্চ
ব্রহ্মাণমিন্দ্রং গুরুমিষ্টদেবং।
জানামি নান্যং ব্যতিরিক্তমস্মাৎ
তং ভাস্করানন্দমহং নমামি ॥ ৬ ॥

লোক গুরু মম গুরু তাঁর পদতলে।
দণ্ডবৎ ভূমে পড়ি নমি কুতূহলে ॥

যাঁহার দর্শনমাত্রে কলুষ নির্ম্মূল।
সুপ্রসন্ন হয় যত দেবতার কুল ॥
কালভয় নাহি রয় ভাস্করে দেখিলে।
সেই সে আমার গুরু নমি পদতলে ॥

হে গুরো! তোমা ভিন্ন অন্যদেব নাহি আমি জানি।
বিঘ্ননাশে তোমাকেই বিঘ্নরাজ গণি ॥
তুমি ব্রহ্মা তুমি হরি ঈশ্বর আমার।
গুরুদেব ইষ্টদেব তুমি মূলাধার ॥
শ্রীভাস্করান্দনাম আনন্দের ধাম।
ভূয়ো ভূয়ো ঐ পদে আমার প্রণাম ॥

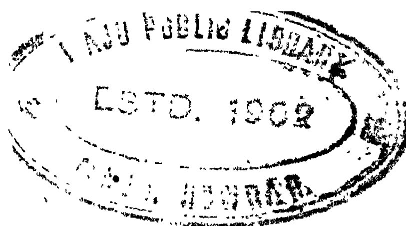
সর্ব্বো মমান্তঃকরণেশ্বরস্ত্বং
ব্রহ্মাত্মবোধে সুমহান্ সহায়ঃ।
মাং পাহি সংসারভয়াদনাথং
শ্রীভাস্করানন্দ গুরো নমামি ॥ ৭ ॥

ঈষৎ কটাক্ষাৎ সকলাঘনাশং
প্রাপ্নোতি নূনং কৃপয়াচ যস্য।
একত্ববোধো হি তৃণে চ রত্নে
তং ভাস্করানন্দমহং নমামি ॥ ৮ ॥

ইতি শ্রীঅম্বিকাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় কৃতং
শ্রীমদ্ভাস্করানন্দাষ্টকং সমাপ্তম্ ॥

আমার হৃদয়ে তুমি রাজা সর্ব্বেশ্বর।
ব্রহ্মাত্ম অভেদ জ্ঞানে তুমি পরিকর ॥
ত্রাণকর দয়াময় এ অনাথ জনে।
নমস্কার বার বার তোমার চরণে ॥

করুণা কটাক্ষে যাঁর পাপ নাহি রয়।
তৃণে রত্নে সমবোধ নির্ম্মল হৃদয় ॥
যাঁহার করুণাগুণে, ভক্তজনে পায়।
শ্রীভাস্করানন্দ গুরু ভক্তের সহায় ॥
আমি তব ভক্তদাস অম্বিকাচরণ।
সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করি ঐ শ্রীচরণ ॥



যতীন্দ্রগুরুস্তোত্রম্।

শ্রীগণেশায় নমঃ।

দশশতদলপদ্মে পূর্ণচন্দ্রপ্রভাভং
মুদিতবদননেত্রং গন্ধপুষ্পাম্বরাঢ্যম্।
অভয়বরকরাব্জং হংসগং কে স্মরামি
গুরুমমরশরীরং ভাস্করানন্দমীশম্॥ ১॥

সাক্ষাদ্ধরাকারযুতং সশান্তিং
সদ্যোগসিংহাসনরাজমানম্।
মোক্ষার্থসিদ্ধ্যর্থমহং স্বমূর্দ্ধ্না
শ্রীভাস্করানন্দগুরুং নমামি॥ ২॥

অন্বয়ার্থঃ।

ধ্যান শক্তির আধারভূত মস্তিষ্কের অভ্যন্তরস্থিত সহস্রদল পদ্ম, তন্মধ্যে হংসাসনে অবস্থিত, পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় স্নিগ্ধ শীতল কান্তিবিশিষ্ট প্রফুল্লবদন, প্রসন্ন নেত্র, গন্ধ পুষ্প ও সুন্দর বস্ত্রে পরিশোভিত করকমলে বরাভয়মুদ্রা বিশিষ্ট দেব-শরীর গুরু-দেব শ্রীভাস্করানন্দ প্রভুকে আমি স্মরণ করি॥ ১॥

সাক্ষাৎ শিবরূপ, শান্তিময়, যোগসিংহাসনে বিরাজিত শ্রীগুরু ভাস্করানন্দ প্রভুকে আমি মোক্ষলাভ প্রার্থনায় অবনত মস্তকে প্রণাম করি॥ ২॥

সদানন্দদেহং পরানন্দকন্দং
যতিভ্ভাস্করানন্দমীশং প্রসন্নম্।
ভবেদ্‌যস্য সান্নিধ্যমাত্রেণ জন্তু-
শ্চিদানন্দরূপো গুরুং তং নমামি ॥ ৩ ॥
চরাচরব্যাপ্তমপীহ যেন
অখণ্ডবিম্বাভমহর্নিশং তম্।
সন্দর্শিতং তৎপদমত্র যেন
শ্রীভাস্করানন্দগুরুং নমামি ॥ ৪ ॥ *
অবোধরূপাত্তমসোঽন্ধভাবং
গতস্য বোধাঞ্জনসৎপৃষত্যা।

* জগতি যেন (বাঙ্মনসোরতীতেন,) চরাচরম্ ব্যাপ্তমপি, অত্র (জগৎপ্রপঞ্চে) অখণ্ডবিম্বাভম্ অখণ্ডমণ্ডলাকারং (ব্যাপকত্বাদ্ অদ্বিতীয় স্বরূপং), তদ্ অব্যক্তং পদং, যেন (গুরুণা) সন্দর্শিতং তং গুরুম্ অহং নমামি।

অন্বয়ার্থঃ।

যাঁহার দেহ সদানন্দময় যিনি পরমানন্দের মূল বা আকর স্বরূপ যাঁহার সন্নিধিমাত্রে জীব চিদানন্দময়ত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকে, সেই প্রসন্নাত্মা যতীশ্বর ভাস্করানন্দ গুরুদেবকে আমি প্রণাম করি ॥ ৩ ॥

স্থাবর জঙ্গম সমুদয় পদার্থে যিনি চির বিরাজিত সেই ব্রহ্মের অখণ্ডমণ্ডলাকার স্বরূপ, অর্থাৎ তাঁহার সর্ব্বব্যাপকত্ব ও সর্ব্বময়ত্ব ভাব যিনি দেখাইয়াছেন সেই শ্রীভাস্করানন্দ গুরুকে দিবানিশি আমি নমস্কার করি ॥ ৪ ॥

উন্মীলনং চক্ষুরুপৈতি যেন
তং ভাস্করানন্দগুরুন্নমামি ॥ ৫ ॥
গুরুর্ব্বিধাতা গুরুরেব বিষ্ণু-
র্গুরুশ্চ সাক্ষান্মকরধ্বজারিঃ।
গুরুস্তথৈতৎ সকলং জগদ্ য-
স্তং ভাস্করানন্দগুরুন্নমামি ॥ ৬ ॥
বিদ্যাপ্রচারার্থমনেকরূপিণে
গুরুস্বরূপায় শিবায় সন্ততম্।
গুরো হি তুভ্যং ভগবন্নমঃ প্রভো
শ্রীভাস্করানন্দ দিগম্বরায় তে ॥ ৭ ॥

অন্বয়ার্থঃ।

ঘোর অজ্ঞানান্ধকারে অন্ধীভূত ব্যক্তির চক্ষু, যিনি জ্ঞানরূপ অঞ্জনশলাকা দ্বারা উন্মীলিত করেন, সেই ভাস্করানন্দ গুরুদেবকে আমি প্রণাম করি ॥ ৫ ॥

বিধাতা গুরু, বিষ্ণু গুরু, সাক্ষাৎ মহাদেব, এবং সমস্ত জগতে যিনি বর্ত্তমান আছেন, তিনিও গুরু, তদনুরূপে শ্রীভাস্করানন্দ আমার গুরু, আমি তাঁহার চরণে প্রণাম করি ॥ ৬ ॥

হে ভগবন্, হে প্রভো, বিদ্যাপ্রচারের জন্য আপনি অনেক রূপ ধারণ করিয়া থাকেন, গুরু স্বরূপ, শিবস্বরূপ দিগম্বর, ভাস্করানন্দস্বরূপ আপনাকে আমি প্রণাম করি ॥ ৭ ॥

নমোঽস্তু নব্যাকৃতয়ে নবায় চ
পরার্থরূপায় চ চিদ্ঘনায় তে।
সমস্তজাড্যান্ধবিভেদভানবে
শ্রীভাস্করানন্দগুরুস্বরূপিণে ॥ ৮ ॥
স্বভক্ততন্ত্রায় স্বতন্ত্ররূপিণে
সদা দয়াক্লৃপ্তশরীরধারিণে।
ভব্যাত্মনাং ভব্যস্বরূপিণে তথা
শ্রীভাস্করানন্দপরাত্মনে নমঃ ॥ ৯ ॥
সদা জ্ঞানিনাং জ্ঞানরূপো হি যশ্চ
প্রকাশস্বরূপস্তথা ভাস্বতাং বৈ।

অন্বয়ার্থঃ।

যিনি নূতন রূপ ও নূতন বস্তুর কারণ, যিনি পরার্থ (মোক্ষ) রূপ ও চিৎস্বরূপ যিনি সমস্ত অজ্ঞানরূপ অন্ধকার ধ্বংস করণে সূর্য্য নারায়ণস্বরূপ সেই শ্রীভাস্করানন্দ গুরু-স্বরূপকে আমার নমস্কার ॥ ৮ ॥

(ক) যিনি ভক্তবৎসল, যিনি স্বেচ্ছানুযায়ী কার্য্যক্ষম, যাঁহার শরীর দয়াময় এবং যিনি মঙ্গলার্থীর পক্ষে মঙ্গলময় সেই শ্রীভাস্করানন্দ পরমাত্মাকে নমস্কার ॥ ৯ ॥

(ক) স্বতন্ত্ররূপী অর্থাৎ স্বাধীন হইয়া, কার্য্য করিতে সক্ষম হইলেও যিনি নিজভক্তগণের পরতন্ত্র অর্থাৎ ভক্তের মঙ্গলের জন্য সকল কষ্টই সহ্য করেন।

বিমর্শাত্মনাং যো বিমর্শস্বরূপো
গুরুং তং যতিং ভাস্করানন্দমীড়ে ॥ ১০ ॥
পুরস্তাত্তথা পার্শ্বয়োঃ পৃষ্ঠদেশং
তথোর্দ্ধাধ এবং সদা তং নমামি।
স সচ্চিৎস্বরূপঃ শিবং সন্দধাতু
গুরুর্ভাস্করানন্দরূপঃ প্রসন্নঃ ॥ ১১ ॥
অখণ্ডবোধরূপায় আনন্দবনচারিণে।
নমঃ পরমহংসায় ভাস্করানন্দমূর্ত্তয়ে ॥ ১২ ॥
অপারসংসারমিমং তরীতুং সম্প্রার্থয়ে বদ্ধকরঃ সদাহম্।
শ্রীভাস্করানন্দযতীন্দ্রমত্র গুরুং মহাদেবপ্রসাদদাসঃ ॥ ১৩ ॥

অস্যার্থঃ।

যিনি জ্ঞানীদিগের জ্ঞান স্বরূপ, তেজোময় পদার্থদিগের তেজঃস্বরূপ, বিবেকীদিগের বিবেক স্বরূপ, সেই গুরু যতিপতি ভাস্করানন্দকে আমি স্তব করি ॥ ১০ ॥

সেই গুরুদেবের অগ্রে, পশ্চাতে, পৃষ্ঠে, ঊর্দ্ধে, অধোভাগে সকল দিকেই আমি প্রণাম করি, সচ্চিৎ-স্বরূপ ভাস্করানন্দ গুরু, প্রসন্ন হইয়া আমার মঙ্গল করুন ॥ ১১ ॥

মূর্ত্তিমান ব্যাপকভাব, আনন্দ-বনবিহারী, পরমহংস শ্রীভাস্করানন্দমূর্ত্তিকে প্রণাম করি ॥ ১২ ॥

আমি মহাদেব প্রসাদ দাস, বদ্ধাঞ্জলি হইয়া, যতীন্দ্র শ্রীভাস্করানন্দ গুরুদেব সমীপে সতত প্রার্থনা করি যে যেন তাঁহার কৃপায় এই অপার সংসার উত্তীর্ণ হইতে পারি ॥ ১৩ ॥

প্রসাদার্থং যত্নাত্তব নুতিরিয়ং যদ্যপি কৃতা
বিচারেঽস্য ব্যর্থা পৃথুরপি বিভাতীশ মম তু।
গুণো যস্মিন্ যাদৃক্কথয়তি জনশ্চেত্তদধিকং
প্রসাদঃ স্যাৎ তস্মিন্নিহ তু নহি তস্যাস্ত্যবসরঃ ॥ ১৪ ॥
অতো যচ্চাঞ্চল্যাত্তব গুণগণানাং হি বিভব-
মবুদ্ধ্বৈতদ্‌যত্নাৎ কৃতমিহ ময়া তৎকরণতঃ।
স্তবধ্যাহং পাণী কৃতনতশিরাঃ প্রার্থয় ইতি
যতীশ ক্ষন্তব্যং বিতর ময়ি দৃষ্টিং সকরুণাম্ ॥ ১৫ ॥

অস্যার্থঃ।

গুরুদেব আপনাকে সুপ্রসন্ন করিবার জন্য বহুযত্নে এই স্তব করিলাম বটে, কিন্তু এক্ষণে বিচার করিয়া দেখিতেছি যে এই বিস্তারিত স্তবও ব্যর্থ হইয়াছে কারণ ইহা আপনার সম্পূর্ণ অনুপযোগী; যখন কেহ কাহারও স্তব করে তখন গুণাধিক্য বর্ণনা করিয়াই স্তবকারীর তৃপ্তি হইয়া থাকে কিন্তু ভবদ্বিষয়ে গুণাধিক্য বর্ণন করিবার অবসর নাই আপনার ক্ষমতা ও গুণ অসীম সুতরাং তাহার আধিক্য দূরে থাকুক স্বরূপ বর্ণন করাও অসাধ্য ॥ ১৪ ॥

অতএব কৃতাঞ্জলিপুটে অবনতশিরে প্রার্থনা করিতেছি যে, গুরুদেব যতিপতে ভবদীয় গুণসমূহের প্রভাব অবগত না হইয়াও অনুগ্রহ প্রাপ্তি কামনায় এই স্তব করিয়া যে চাঞ্চল্য প্রকাশ করিলাম তজ্জন্য আমার অপরাধ ক্ষমা করিয়া, আমার প্রতি করুণা দৃষ্টি করুন ॥ ১৫ ॥

সদা স্বে পাদাব্জে মম কুরু রতিং পাবনতমে
প্রসাদস্তে যস্মাত্তদুপদিশ মাং ত্বং করুণয়া।
ন জানেঽহং কিঞ্চিচ্চরণরজসস্তে সমধিকং
প্রসীদ ত্বং তস্মাচ্ছরণদ ন চান্যচ্চ শরণম্ ॥ ১৬ ॥

ইতি শ্রীচৌধুরীমহাদেবপ্রসাদকৃতং যতীন্দ্রগুরুস্তোত্রং সমাপ্তম্।

অন্বয়ার্থঃ।

আপনার পবিত্র চরণকমলে আমার চিত্তকে আসক্ত করুন, আমার যেরূপ আচরণে আপনি প্রসন্ন হয়েন, আমাকে সেই রূপ আচরণ করিতে শিক্ষা দিউন, হে শরণদ, আপনার চরণরজঃ অপেক্ষা অধিকতর আমি কিছুই জানি না, এবং আপনি ভিন্ন আমার আর অন্য আশ্রয় নাই, প্রভো, আমার প্রতি প্রসন্ন হউন ॥ ১৬ ॥

ইতি শ্রীচৌধুরী মহাদেব প্রসাদ কৃত যতীন্দ্র-গুরুস্তোত্র সমাপ্ত।



যতীন্দ্রস্তোত্রম্ ।

শ্রীগণেশায় মমঃ ।

জ্ঞাত্বা বেদার্থসংঘং মুনিবররচিতং প্রাপ্তবোধঃ স বিজ্ঞো
মত্বা চালীকমেতৎ সকলমিহ জগদ্যোগমার্গৈকলগ্নঃ ।
ধ্যায়ন্তং দেবমাদ্যং ভবভয়হরণং ভাস্করানন্দবিদ্‌যো
দুর্গায়াঃ পূর্ব্বভাগে বিলসতি বিপিনে কাশিকায়াং যতীন্দ্রঃ ॥১॥
ত্যক্ত্বা স্ত্রীপুত্রবর্গং সকলগুণযুতং মোহরূপং বিশালং
পুণ্যক্ষেত্রাণ্যশেষাণ্যখিলভুবি গতান্যাপ্তকামো দদর্শ ।
স্মৃত্বা যো দেবদেবং নিগমফলময়ং ভাস্করানন্দযোগী
কাশ্যামানন্দকুঞ্জে নিবসতি বিপিনে সোঽয়মানন্দকন্দঃ ॥২॥

অস্যার্থঃ ।

শ্রীভাস্করানন্দ স্বামী, মুনিবর ব্যাসাদিরচিত বেদার্থসমূহ অবগত হইয়া তত্ত্বজ্ঞান প্রাপ্ত হয়েন। তিনি এই জগতের অলীকত্ব উপলব্ধি করিয়া, কেবল একমাত্র যোগমার্গ অবলম্বন করতঃ ভবভয়হারী আদিদেবের ধ্যানে আসক্তচিত্ত হইয়া, কাশীস্থিত দুর্গামন্দিরের পূর্ব্বভাগে (আনন্দবাগ নামক) উদ্যানে বিরাজ করিতেছেন ॥ ১ ॥

যিনি সর্ব্বগুণসম্পন্ন স্ত্রী পুত্রদিগকে, বিশাল মোহ-বন্ধন বোধে পরিত্যাগ করিয়া, পৃথিবীস্থ সমস্ত পুণ্যক্ষেত্র স্বেচ্ছাক্রমে দর্শন করিয়াছেন, সেই আনন্দের আকর যোগী ভাস্করানন্দ,

নির্জ্জিত্যেন্দ্রিয়বৈরিপক্ষনিবহং যস্য প্রসাদাৎ সদা
মোহধ্বান্তবিদূরশুভ্রমনসঃ সন্তঃ সুখং শেরতে।
যং দৃষ্ট্বা কৃতকৃত্যমত্র মনুজাঃ স্বাত্মানমেবানিশং
মন্যন্তে স দিগম্বরো বিজয়তে শ্রীভাস্করানন্দবিৎ॥ ৩॥
মায়ামাত্রবিনির্ম্মিতং হি ভুবনং মত্বা স বিজ্ঞেশ্বরো
ধৃত্বা তৎপরমং পদং হৃদি মুদা তুর্য্যাশ্রমে সংস্থিতঃ।
যশ্চেন্দ্রাদিসমস্তদেবপদবীং তুচ্ছাং সদা মন্যতে
সোঽয়ং সংবিদধাতু বাঞ্ছিতফলং শ্রীভাস্করানন্দবিৎ॥ ৪॥

অন্বয়ার্থঃ।

নিগম-প্রতিপাদ্য পরব্রহ্ম স্মরণ করতঃ, সিদ্ধকাম হইয়া কাশীধামে আনন্দবনে বাস করিতেছেন॥ ২॥

যাঁহার প্রসাদে সাধুগণ বৈরিপক্ষ ইন্দ্রিয় সমূহকে জয় করিয়া আন্তরিক মোহান্ধকার বিদূরিত হওয়াতে বিশুদ্ধান্তঃকরণে সুখে কালযাপন করিতেছেন, যাঁহার দর্শন লাভে লোকমাত্রেই আপনাদিগকে কৃতকৃত্য মনে করেন, সেই দিগম্বর যতিপতি শ্রীভাস্করানন্দ স্বামির জয় হউক॥ ৩॥

যে প্রাজ্ঞবর জগতের মায়াময়ত্ব অবধারণ করিয়া, পরম সন্তোষে জগদীশ্বরের মঙ্গলপদ হৃদয়ে ধ্যান করতঃ সন্ন্যাস আশ্রম অবলম্বন করিয়াছেন, যিনি ইন্দ্রাদি সমস্ত দেবপদবী তুচ্ছ বলিয়া মনে করেন, সেই শ্রীভাস্করানন্দ স্বামীজী আমাকে বাঞ্ছিত ফল বিতরণ করুন॥ ৪॥

ক্ষিপ্রং সিদ্ধিমবাপ্নুবন্তি নিখিলাং যৎসংস্মৃতেঃ সজ্জনা
যং সর্ব্বে প্রণমন্তি ভূপতিবরাঃ স্বাভীষ্টসিদ্ধ্যৈ মুদা।
বিজ্ঞাঃ পুণ্যতমং চরিত্রমনিশং গায়ন্তি যস্যাখিলাঃ
সোঽয়ং সংবিদধাতু বাঞ্ছিতফলং শ্রীভাস্করানন্দবিৎ ॥ ৫ ॥

স্বভুক্তিমুক্তিদায়কং যতীন্দ্রমত্র ভাস্করা-
দিনন্দনামকং শিবস্বরূপমাশুকামদম্।
নরেন্দ্রসেব্যসৎপদং বরপ্রসূনমালকং
গুরুং ভজাম্যহং সদা স্বভক্তবৃন্দপালকম্ ॥ ৬ ॥

স্বভাসয়া বিভাসয়ন্ স্বভক্তহৃৎসরোরুহং
সুদুর্লভঞ্চ তদ্বিভোঃ পরং পদং প্রদর্শয়ন্।

অন্বয়ার্থঃ।

যাঁহার স্মরণে সজ্জনগণ সমস্ত সিদ্ধিই অনায়াসে প্রাপ্ত হয়েন, মহারাজগণ অভীষ্ট সিদ্ধির জন্য যাঁহাকে ভক্তিভাবে প্রণাম করেন, এবং পণ্ডিতগণ সানন্দচিত্তে যাঁহার পুণ্যতম চরিত্র দিবানিশি গান করিয়া থাকেন, সেই শ্রীভাস্করানন্দ স্বামীজী আমাকে বাঞ্ছিত ফল বিতরণ করুন ॥ ৫ ॥

যাঁহার প্রসাদে ইহকালে সুখ ও পরকালে মুক্তি প্রাপ্ত হওয়া যায়, নরপতিগণ যাঁহার চরণসেবা করেন, ভক্তবৃন্দপালক, সর্ব্বকামপ্রদ, শিবস্বরূপ, পুষ্পমালা পরিশোভিত সেই যতিপতি ভাস্করানন্দ গুরুদেবকে আমি অর্চ্চনা করি ॥ ৬ ॥

সদা বিনোদকাননে চরন্তমত্র ভাস্করা-
দিনন্দনামকং পরং গুরুং নমামি সন্ততম্‌ ॥ ৭ ॥
হে দীনবন্ধো ভগবন্‌ ভবসাগরেঽস্মিন্‌
মগ্নং সুমোহতমসাবৃতচেতসং মাম্‌।
নো চেৎ সমুদ্ধরসি বৈ স্বকৃপাকটাক্ষৈ-
র্দাসোঽহমত্র বদ কং শরণং ব্রজামি ॥ ৮ ॥

ইতি শ্রীমিথিলামহীসুরেণ জ্যোতির্বিদ্‌ শ্রীসোনেলালশর্ম্মণা
বিরচিতং যতীন্দ্রস্তোত্রং সম্পূর্ণম্‌।

অন্বয়ার্থঃ।

যিনি স্বকীয় প্রভা দ্বারা স্বীয় ভক্তগণের হৃদয়কমল প্রকাশ করতঃ সুদুর্লভ পরব্রহ্মের পরমপদ দর্শন করাইতেছেন, সেই আনন্দ-বন বিচরণকারী পরম গুরু ভাস্করানন্দ স্বামীকে সর্ব্বদা আমি প্রণাম করি ॥ ৭ ॥

হে দীননাথ, হে ভগবন্‌, মোহান্ধকারাবৃতচিত্ত আমি এই ভবসাগরে মগ্ন হইতেছি, যদি আপনি কৃপাকটাক্ষপাতে উদ্ধার না করেন, তাহা হইলে আমি আপনার দাস হইয়া আর কাহার শরণাপন্ন হইব? ॥ ৮ ॥

ইতি শ্রীমিথিলামহীসুর জ্যোতির্ব্বিদ্‌ শ্রীসোনেলাল শর্ম্মা কৃত
যতীন্দ্রস্তোত্র সমাপ্ত।



ভাস্করানন্দাষ্টকম্।

ভুজঙ্গপ্রয়াতচ্ছন্দঃ।

শ্রীগণেশায় নমঃ।

ত্রয়ীসিদ্ধসৎকর্ম্মধূতাঘসঙ্ঘং
সদা সংযমাভ্যাসবশ্যেন্দ্রিয়ং প্রাক্।
ততঃ শ্রৌতযুক্ত্যা ভবেসংবিরক্তং
ভজে ভাস্করানন্দমীড্যং মুনীশম্॥ ১॥

মহাবাক্যতঃ সারমাকৃষ্য ভাবং
ভবচ্ছেদবীজং সুখস্যৈকধাম।
স্থিতং নির্ব্বিকল্পং সদা শান্তমূর্ত্তিং
ভজে ভাস্করানন্দমীড্যং মুনীশম্॥ ২॥

অন্বয়ার্থঃ।

বেদোক্ত সৎকর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা যাঁহার পাপাবলী বিধৌত হইয়াছে, এবং সদা সংযমভ্যাস দ্বারা যাঁহার ইন্দ্রিয়গণ বশীভূত হইয়াছে, যিনি শ্রৌত অর্থাৎ বেদোক্ত যুক্তি অনুসারে সংসারে বিরক্ত হইয়াছেন, সেই স্তুতিকরগণযোগ্য ভাস্করানন্দ মুনীশ্বরকে আমি ভজনা করি॥ ১॥

মহাবাক্যাবলী অর্থাৎ "তত্ত্বমসি" ইত্যাদি বাক্য হইতে যিনি মোক্ষপ্রাপ্তির অনুকূল অর্থ প্রকাশ করিয়াছেন, যিনি সুখের

ভবাব্ধৌ নিমগ্নানবিজ্ঞান্ ভয়ার্ত্তান্
সমুদ্ধর্ত্তুকামো য আস্তেঽবিমুক্তে।
নিরাশং কৃপালুং তমাশাবসানং
ভজে ভাস্করানন্দমীড্যং মুনীশম্ ॥ ৩ ॥
কলৌ লোকশিক্ষাবতারস্বরূপং
সুবুদ্ধাত্মতত্ত্বং তদেকাগ্রচিত্তং।
সমানারিমিত্রং হতর্ত্তুপ্রভাবং
ভজে ভাস্করানন্দমীড্যং মুনীশম্ ॥ ৪ ॥
উদেতীচ্ছয়া যস্য গূঢ়াত্মভাবো
নৃণাং মানসেঽজ্ঞানরুদ্ধাত্মনাস্তু।

অস্যার্থঃ।

আলয়, যিনি নির্ব্বিকল্পচিত্তে শান্তভাবে বিরাজিত,সেই ভাস্করানন্দ মুনীশ্বরকে আমি প্রণাম করি ॥ ২ ॥

যিনি সংসার-সাগরে নিমগ্ন, ভয়ার্ত্ত অজ্ঞানীদিগকে উদ্ধার করিবার জন্য অবিমুক্ত কাশীক্ষেত্রে অবস্থান করিতেছেন, বাসনা-বিহীন, কৃপালু, দিগম্বর, স্তুতিযোগ্য, সেই ভাস্করানন্দ মুনীশ্বরকে আমি ভজনা করি ॥ ৩ ॥

যিনি কলিকালের লোকদিগের শিক্ষার জন্য অবতার স্বরূপ, এবং যিনি আত্মতত্ত্বজ্ঞান লাভ করিয়াছেন, যাঁহার চিত্ত একাগ্র হইয়াছে, শত্রু ও মিত্র যাহার নিকট সমান, যিনি শীতগ্রীষ্মাদি ঋতুর প্রভাব নষ্ট করিয়াছেন, সেই স্তুতিযোগ্য ভাস্করানন্দ মুনীশ্বরকে আমি ভজনা করি ॥ ৪ ॥

ব্যরংসীদবিদ্যাপ্রভাবো যতস্তং
ভজে ভাস্করানন্দমীড্যং মুনীশম্ ॥ ৫ ॥
ভবোদ্ভূতভোগং সুরেশস্য লোকং
ত্রিবর্গঞ্চ তুচ্ছং সদা মন্যতে যঃ।
পিবন্তং রসং ব্রহ্মচিদ্রূপমগ্র্যং
ভজে ভাস্করানন্দমীড্যং মুনীশম্ ॥ ৬ ॥
যথা দাম্নি সর্পো যথা স্বপ্নবোধো
মরৌ বারি যদ্বদ্ যথা চেন্দ্রজালম্।
তথা ভ্রান্তিভূতস্তবং প্রেক্ষমাণং
ভজে ভাস্করানন্দমীড্যং মুনীশম্ ॥ ৭ ॥

অন্বয়ার্থঃ।

যাঁহার ইচ্ছায়, অথবা অনুগ্রহে, অজ্ঞানাচ্ছাদিত ব্যক্তিদিগের অন্তরে আত্মজ্ঞানের উদয় হয়, যাঁহার দয়ায় অবিদ্যা বিনাশ প্রাপ্ত হয়, সেই স্তুতিযোগ্য ভাস্করানন্দ মুনীশ্বরকে আমি ভজনা করি ॥৫॥

যিনি সংসারোৎপন্ন ভোগ, ও স্বর্গলোক, এবং ত্রিবর্গ (অর্থাৎ ধর্ম্ম, অর্থ, কাম) এ সকলকে সর্ব্বদা তুচ্ছ বিবেচনা করেন, এবং যিনি অনুত্তম ব্রহ্মচিদ্রূপ রস পান করিতেছেন, সেই স্তুতিযোগ্য ভাস্করানন্দ মুনীশ্বরকে আমি ভজনা করি ॥ ৬ ॥

রজ্জুতে সর্পবোধ, যেরূপ ভ্রম, স্বপ্নাবস্থায় অনুভূত বস্তু যেরূপ মিথ্যা, মরুভূমিতে উদকজ্ঞান যেরূপ অলীক, ইন্দ্রজাল ক্রিয়া-প্রদর্শিত বস্তু সকল যেমন অসত্য, এই সংসারকে যিনি সেইরূপ

জগন্নশ্বরং ভোগআধের্নিদানং
চিদেকা সতীত্যেব নিত্যং বিচিন্ত্যম্।
ইতীবেহ বিজ্ঞাপয়ন্তং স্বকৃত্যা
ভজে ভাস্করানন্দমীড্যং মুনীশম্ ॥ ৮ ॥
নমঃ পরমহংসায় ভাস্করানন্দমূর্ত্তয়ে।
ভক্তাভীষ্টপ্রদায়াশু সাক্ষাচ্চৈতন্যরূপিণে ॥ ৯ ॥

ইতি শ্রীগঙ্গাচরণবেদান্তবাগীশেন বিরচিতং
ভাস্করানন্দাষ্টকং সম্পূর্ণম্।

অন্বয়ার্থঃ।

ভ্রান্তিময় বলিয়া উপলব্ধি করেন, সেই স্তুতিযোগ্য মুনীশ্বর ভাস্করানন্দ স্বামীকে আমি ভজনা করি ॥ ৭ ॥

"জগৎ নশ্বর, ভোগ মনঃকষ্টের নিদান স্বরূপ, একমাত্র চিদাত্মক জ্ঞানই অবিনশ্বর" মনুষ্যের সতত এইরূপ চিন্তা করাই শ্রেয়স্কর স্বীয় কার্য্য দ্বারা যিনি এই মহৎ শিক্ষা দিতেছেন, সেই স্তুতিযোগ্য ভাস্করানন্দ মুনীশ্বরকে আমি ভজনা করি ॥ ৮ ॥

ভক্তগণের অভীষ্টপ্রদ ও সাক্ষাৎ চৈতন্য স্বরূপ, পরমহংস শ্রীভাস্করানন্দ মূর্ত্তিকে আমি নমস্কার করি ॥ ৯ ॥

ইতি শ্রীগঙ্গাচরণ বেদান্তবাগীশ কৃত ভাস্করানন্দাষ্টক সমাপ্ত।



ব্রিন্দাবনগুর্ব্বষ্টকম্।



শ্রীগণেশায় নমঃ।

কাশীনিবাসং যশসা প্রকাশং
সর্ব্বাঘনাশং শরণাগতানাম্।
ব্রহ্মস্বরূপং পরমাবধূতং
তং ভাস্করানন্দগুরুন্নমামি ॥ ১ ॥

যদ্দর্শনং যৎস্মরণং যদর্চ্চা
চেতো বিশুদ্ধং কুরুতে জনানাম্।
ভবাপবর্গঞ্চ ততো বিধত্তে
তং ভাস্করানন্দগুরুন্নমামি ॥ ২ ॥

অন্বয়ার্থঃ।

যিনি কাশীতে বাস করিতেছেন, ও যশোদ্বারা প্রকাশমান রহিয়াছেন, এবং যিনি শরণাগত ব্যক্তিদিগের সমস্ত পাপ বিনাশ করেন, এবম্ভুত পরম অবধূত, ব্রহ্মস্বরূপ, ভাস্করানন্দ গুরুকে আমি প্রণাম করি ॥ ১ ॥

যাহার দর্শন, স্মরণ ও পূজন দ্বারা মনুষ্যগণের চিত্ত বিশুদ্ধ হইয়া থাকে, এবং তদনন্তর ইহ সংসার হইতে মোক্ষ-বিধান করে, সেই ভাস্করানন্দ গুরুকে আমি প্রণাম করি ॥ ২ ॥

চেতো যদীয়ং বিষয়েষ্বসক্তং
নক্তন্দিবং ব্রহ্মসুখাবমগ্নম্।
নির্ব্বাতদীপার্চ্চিরিবাপ্রকম্পং
তং ভাস্করানন্দগুরুন্নমামি ॥ ৩ ॥

চেতশ্চরী তৃপ্তিকরী সদক্ষ্ণা-
মক্ষোভকর্ত্রী সুহৃদাং দয়ার্দ্রা।
মূর্ত্তির্যদীয়া বুধবন্দনীয়া
তং ভাস্করানন্দগুরুন্নমামি ॥ ৪ ॥

যৎপাদপদ্মদ্বয়দর্শনায়
নিত্যং চতুর্ব্বর্গফলপ্রদায়।
দূরাদুপাযান্তি নৃপা দ্বিজেন্দ্রা-
স্তং ভাস্করানন্দগুরুন্নমামি ॥ ৫ ॥

অন্বয়ার্থঃ।

যাঁহার চিত্ত, বিষয়ে অনাসক্ত দিবানিশি ব্রহ্মানন্দে মগ্ন, এবং নির্ব্বাত-স্থান-স্থিত দীপ-শিখার ন্যায় স্থিরভাবে প্রদীপ্ত সেই ভাস্করানন্দ গুরুকে আমি প্রণাম করি ॥ ৩ ॥

যাঁহার নয়নতৃপ্তিকরী মূর্ত্তি, সজ্জনগণের অন্তঃকরণে বিরাজিত, এবং পণ্ডিতমণ্ডলীর বন্দনীয়, যে দয়াদ্রমূর্ত্তি সুহৃদ্বর্গের সকল মনোকষ্ট দূর করে সেই আনন্দময় ভাস্করানন্দ গুরুমূর্ত্তিকে আমি প্রণাম করি ॥ ৪ ॥

যাঁহার, ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ, চতুবর্গফলপ্রদ, চরণকমল-

দিগম্বরং দিক্‌পতিবন্দ্যমানং
সানন্দমানন্দবনৈকসিংহম্।
কৃতারিষড়্‌বর্গজয়ং শুভাশয়ং
তং ভাস্করানন্দগুরুন্নতোঽস্ম্যহম্॥ ৬॥
ষড়্‌দর্শনজ্ঞাননিধানমানসং
তৎসদ্বচো নিত্যবিমর্শতৎপরম্।
নৈগুর্ণ্যনির্ধূতমনোমলং পরং
তং ভাস্করানন্দগুরুন্নতোঽস্ম্যহম্॥ ৭॥
যস্তত্ত্বমস্যাদিবিচারদক্ষঃ
স্বচ্ছান্তরাত্মা শ্রুতিমার্গগামী।

অস্যার্থঃ।

যুগল দর্শনার্থ বহুদূর হইতে রাজগণ ও পণ্ডিতগণ নিত্য আসিয়া থাকেন, সেই ভাস্করানন্দ গুরুদেবচরণে আমি প্রণাম করি॥ ৫॥

যিনি দিগম্বর, যিনি দিক্‌পতিগণের বন্দ্যনীয়, যিনি আনন্দময় আনন্দবনের অধিরাজ, এবং যিনি ষড়রিপু জয় করিয়াছেন যিনি শুভাশয়, সেই ভাস্করানন্দ গুরুকে আমি প্রণাম করি॥ ৬॥

যাঁহার চিত্ত ষড়্‌দর্শন-প্রতিপাদ্য জ্ঞানের আকর, এবং অনুক্ষণ শাস্ত্রবাক্য বিচারে তৎপর; যিনি নৈগুর্ণ্য দ্বারা মনো-মালিন্য প্রক্ষালন করিয়াছেন, সেই ভাস্করানন্দ গুরুকে আমি প্রণাম করি॥ ৭॥

সমং সুবর্ণং সিকতা চ যস্য
তং ভাস্করানন্দগুরুন্নমামি ॥ ৮ ॥
শ্রীমন্মহেশানুচরঃ সনাঢ্যো
বৃন্দাবনঃ সদ্‌গুরুলব্ধবিদ্যঃ।
গুর্ব্বষ্টকন্তেন কৃতং প্রসত্ত্যৈ
শ্রীমদ্‌গুরূণাং করুণাকরাণাম্ ॥ ৯ ॥

ইতি শ্রীবৃন্দাবনশর্ম্মবিরচিতং গুর্ব্বষ্টকং সম্পূর্ণম্।

অস্যার্থঃ।

যিনি "তত্ত্বমসি" ইত্যাদি বাক্যের অর্থাবধারণে দক্ষ, যাঁহার বিমল অন্তরাত্মা শাস্ত্র নির্দ্দিষ্ট পথে বিচরণ করে সুবর্ণ ও বালুকা যাঁহার চক্ষে সমান, সেই ভাস্করানন্দ গুরুদেবকে আমি প্রণাম করি ॥ ৮ ॥

দেবদেব মহাদেবের ভক্ত সনাঢ্যকুলোৎপন্ন, বৃন্দাবন নামক ব্রাহ্মণ, সদ্‌গুরুর নিকট বিদ্যালাভ করিয়া, করুণাকর গুরুর আনুকুল্য প্রার্থনায় এই গুর্ব্বষ্টক রচনা করিলেন ॥ ৯ ॥

ইতি শ্রীবৃন্দাবন শর্ম্মা কৃত গুর্ব্বষ্টক সমাপ্ত।



যতীন্দ্রস্তোত্রম্ ।

শ্রীঃ পাতু।

অথাদ্যং বিভুং বিঘ্নরাজং গণেশং
শিবানন্দদং শঙ্করং সর্ব্বভাজং ।
প্রণম্যাহমানন্দকন্দস্বরূপং
প্রকুর্ব্বে স্তবং তং যতের্ব্বিশ্ববন্দ্যম্ ॥ ১ ॥
পিতৃমাতৃগুরূং পরিপূজ্য গুণৈ-
র্যতিমার্গমলং সুখদং সুখদৈঃ ।
অদধাৎ পরিভাব্য সুখং বিষয়ং
কুলমানমলং পরিহায় গৃহম্ ॥ ২ ॥
শরীরান্তকালে দ্বয়োস্তত্র গত্বা-
দদাদ্ব্রহ্মচৈতন্যপূর্ণং মনোজম্ ।

অস্যার্থঃ ।

আদি বিভু বিঘ্নরাজ গণেশকে এবং সর্ব্বশক্তিমান্ আনন্দকন্দ-স্বরূপ পরমানন্দপ্রদ ঈশ্বরকে প্রণাম করিয়া, বিশ্ববন্দ্য যতিপতির স্তব প্রণয়ন করিতেছি ॥ ১ ॥

যিনি সদাচরণ দ্বারা পিতা, মাতা, ও গুরুকে সন্তুষ্ট করিয়া, প্রকৃত সুখের বিষয় অনুসন্ধান করিতে প্রবৃত্ত হইয়া কুল, মান,

তদা জ্ঞানমানন্দকন্দং স্বপিত্রোঃ
সদা তং যতিং ভাস্করানন্দমীড়ে ॥ ৩ ॥
যদা কস্য ভাগ্যোদয়েন প্রযাতি
স্বপদ্ভ্যাং গৃহে তদ্গৃহং তীর্থরূপম্ ।
ভবত্যম্বরাখ্যম্বরং ভেদশূন্যং
যতিং সর্ব্বদা ভাস্করানন্দমীড়ে ॥ ৪ ॥
আনন্দকানননিবাসমজন্মনিষ্ঠং
বাতপ্রবৃত্তিমচলং ভবভাবশূন্যম্ ।
ভাগ্যোদয়ং বিতনুতে সততং জনানাং
ব্রহ্মাণ্ডতীর্থহৃদয়ং শিবদং তমীড়ে ॥ ৫ ॥

অস্যার্থঃ ।

ও গৃহ পরিত্যাগ পূর্ব্বক, সুখদ সন্ন্যাসমার্গ অবলম্বন করিয়াছেন, যিনি পিতা মাতার শরীরান্তকালে স্বেচ্ছাক্রমে তাঁহাদিগের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া তাঁহাদিগকে ব্রহ্ম চৈতন্য পূর্ণ আনন্দ স্বরূপ জ্ঞান প্রদান করিয়াছিলেন, সেই ভাস্করানন্দ যতিপতিকে আমি আরাধনা করি ॥ ২ ॥ ৩ ॥

স্বামিজী কোন ভাগ্যবানের গৃহে পদার্পণ করিলে তাঁহার গৃহ তীর্থস্বরূপ হয় ; দিগম্বর, সর্ব্বত্র সমদর্শী, সেই ভাস্করানন্দ স্বামীকে আমি আরাধনা করি ॥ ৪ ॥

আনন্দকাননবাসী, অজন্মা অর্থাৎ পরব্রহ্মে সংনিবিষ্টচিত্ত, সমাধিস্থ, স্থিরধী, সংসারভাব-শূন্য যতিপতি, যিনি সর্ব্বদা লোকের

কৃতো যেন যজ্ঞস্তপোদানতীর্থে
ভবত্যাশুবুদ্ধির্ব্বিশালা বুধেন।
তয়া সচ্চিদানন্দসঙ্গস্য সঙ্গং
তদা তেন মোক্ষং যতীন্দ্রং তমীড়ে ॥ ৬ ॥
বিভুং বিশ্বনাথং সদোদারকীর্ত্তিং
শিবং ভোগদং রোগকালং বিশালম্।
প্রসন্নেন্দ্রিয়ং ধর্ম্মমূলং বরেণ্যং
সদা ধ্যানগং ভাস্করানন্দমীড়ে ॥ ৭ ॥
একং কৃত্বা প্রকৃতিপুরুষৌ হৃস্থলং সংবিধায়
স্বচ্ছং মত্বা তমপি বিমলং ব্রহ্মরূপং নিনায়।

অস্যার্থঃ।

সৌভাগ্য-বর্দ্ধন করিতেছেন, যাঁহার হৃদয় ব্রহ্মাণ্ডের তীর্থস্বরূপ, সেই কল্যাণপ্রদ স্বামীজীকে আমি আরাধনা করি ॥ ৫ ॥

যজ্ঞ, তপ, দান ও তীর্থ সেবা করিলে বিবেচক পুরুষের বুদ্ধি অচিরে নির্ম্মলা হয়, তিনি সেই বুদ্ধি সহকারে সচ্চিদানন্দ-স্বরূপ স্বামীজীর সঙ্গলাভ করেন, তাহাতেই তাঁহার মোক্ষ প্রাপ্তি হয়; এবম্ভূত যতিপতিকে আমি স্তব করি ॥ ৬ ॥

যিনি বিভু, বিশ্বনাথ, সদা উদার কীর্ত্তিযুক্ত, শিবস্বরূপ, ভোগপ্রদ, রোগের বিশাল কালস্বরূপ, যাঁহার মূর্ত্তি সর্ব্বদাই প্রফুল্ল, যিনি সর্ব্বধর্ম্মের মূল, সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ এবং সদাধ্যানাবস্থিত, সেই ভাস্করানন্দ স্বামীকে আমি স্তুতি করি ॥ ৭ ॥

মানং ত্যক্ত্বা জগতি সকলং নির্ব্বিকল্পঞ্চ ধৃত্বা
ধ্যানং নিত্যং চলতি সরিতঃ কূলমূলাঙ্গকেন ॥ ৮ ॥
সদা নির্ব্বিকল্পং নিরীহং যতীন্দ্রং
নিরাধারাধারং প্রকাশস্বরূপম্।
প্রসন্নং সদা ব্রহ্মলীনং কুলীনং
প্রসিদ্ধং সদা ভাস্করানন্দমীড়ে ॥ ৯ ॥
দিনেশানলৌ দেহশীতং যথা
সতাং সঙ্গমোহজ্ঞানতাপং তথা।
বোধরূপং হরত্যচলং, সামদং
তং যতিং ভাস্করানন্দমীড়ে কৃশম্ ॥ ১০ ॥

অস্যার্থঃ।

যিনি প্রকৃতি ও পুরুষের একতা হৃদয়ে উপলব্ধি করিয়া সুবিমল ব্রহ্মরূপ কল্পনা করতঃ ইহ জগতের সম্মানত্যাগ পূর্ব্বক নির্ব্বিকল্প ধ্যানাবস্থিত হইয়া গঙ্গাতটে নগ্নবেশে বিচরণ করিতেন ও যিনি সদা নির্ব্বিকল্প, নিরীহ, নিরাধারই যাঁহার আশ্রয়, অর্থাৎ ভগবানই যাঁহার একমাত্র অবলম্বন, প্রকাশ-স্বরূপ, ব্রহ্মলীন, প্রসন্নচিত্ত, সেই সুপ্রসিদ্ধ, ভাস্করানন্দ যতীন্দ্রকে আমি স্তুতি করি ॥ ৮ ॥ ৯ ॥

সূর্য্য ও অনল যেমন দেহের শীত নিবারণ করিয়া থাকে, সজ্জনসঙ্গম সেইরূপ অজ্ঞানতাপ হরণ করিয়া থাকে অতএব

মনসো ব্রহ্মণশ্চৈব কশ্চিদ্ভেদো ন দৃশ্যতে।
সবিকল্পং মনঃ প্রোক্তং নির্ব্বিকল্পং তদুচ্যতে ॥ ১১ ॥
এবম্ভূতং মনো যস্য যতীন্দ্রং তমহং ভজে।
গততৃষ্ণং ভবাতীতমানন্দবনচারিণম্ ॥ ১২ ॥
মহাদেবঃ শুক্লো বদতি ভবতাপানলকৃশান্
জনান্ কাশীবাসং ঝটিতি সুখসিন্ধুং সুকৃতিনঃ।
জনা জ্ঞানায়ৈবং ভজত ভবপোতং সুকৃতিনং
যতীন্দ্রং সানন্দং পরমমমলং তং খবসনম্ ॥ ১৩ ॥

অস্যার্থঃ।

বোধস্বরূপ, নিত্যানন্দপ্রদ কৃশ সেই ভাস্করানন্দ যতিপতিকে আমি স্তুতি করি ॥ ১০ ॥

মন ও ব্রহ্মে কোন ভেদ দৃষ্ট হয় না। সবিকল্পকে মন বলা যায়, এবং নির্ব্বিকল্পকে ব্রহ্ম বলা যায় ॥ ১১ ॥

যাঁহার মন নির্ব্বিকল্প হইয়াছে, সেই তৃষ্ণারহিত ভবাতীত আনন্দবনচারী যতীন্দ্রকে আমি ভজনা করি ॥ ১২ ॥

ভবতাপানলে অভিতপ্ত ব্যক্তিদিগের প্রতি মহাদেব শুকুল নামক ব্যক্তি বলিতেছেন যে, হে সুকৃতিমান্ ব্যক্তিগণ! যদি আপনাদের জ্ঞান প্রাপ্তির অভিলাষ থাকে, তাহা হইলে পরম অমল, সুখসাগররূপ কাশীনিবাসী, আনন্দযুক্ত, ভবসাগরের নৌকাস্বরূপ, দিগম্বর যতীন্দ্র ভাস্করানন্দের শরণাপন্ন হউন ॥১৩॥

ইদং স্তোত্রং পঠেন্নিত্যং যো যতেঃ প্রযতোঽনিশম্।
সর্ব্বান্ কামানবাপ্নোতি ভাস্করানন্দরূপিণঃ ॥ ১৪ ॥

ইতি শ্রীমহাদেবশুক্লবিরচিত যতীন্দ্রস্তোত্রং সমাপ্তম্।

অন্বয়ার্থঃ।

যিনি ভাস্করানন্দ যতীন্দ্রের এই স্তোত্র একাগ্রচিত্তে প্রতিদিন পাঠ করেন, তাহার সকল কামনা পূর্ণ হয় ॥ ১৪ ॥

ইতি শ্রীমহাদেবশুক্লবিরচিত যতীন্দ্রস্তোত্র সমাপ্ত।

প্রার্থনায়াং শ্লোকত্রয়ম্ ।

ওঁ মদনরিপোর্নন্দনং বন্দে ।

স্বামিন্নমস্তে নতলোকবন্ধো
কারুণ্যসিন্ধো পতিতং ভবাব্ধৌ ।
মামুদ্ধরাত্মীয়কটাক্ষদৃষ্ট্যা
ঋজ্বাতিকারুণ্যসুধাভিবৃষ্ট্যা ॥ ১ ॥

দুর্ব্বারসংসারদবাগ্নিতপ্তং
দোধূয়মানং দুরদৃষ্টপাতৈঃ ।
ভীতং প্রপন্নং পরিপাহি মৃত্যোঃ
শরণ্যমন্যং যদহং ন জানে ॥ ২ ॥

অস্যার্থঃ ।

ন্, হে প্রণত-লোকদিগের বন্ধু, হে করুণাসিন্ধু আপনাকে নমস্কার; আমি ভব-সাগরে পতিত হইয়াছি; কারুণ্য-সুধাবর্ষী আপনার কৃপাকটাক্ষ দ্বারা আমাকে উদ্ধার করুন ॥ ১ ॥

আমি দুর্ব্বার সংসাররূপ দাবাগ্নি দ্বারা অভিতপ্ত, দুরদৃষ্ট-রূপ বাত্যাভিঘাতে হতবুদ্ধি ও ভীত হইয়া আপনার শরণাপন্ন হইয়াছি, আপনি করুণাদানে আমাকে মৃত্যু হইতে রক্ষা করুন; প্রভো আপনি ভিন্ন আমার অন্য কোন আশ্রয় নাই ॥ ২ ॥